চন্দ্রপ্রভা।

(দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

প্রণীত।

'They that love best their loves shall not enjoy.'

Shakspere.

কলিকাতা

শ্যামপুকুর—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে

শ্রীচারুচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

মুখবন্ধ ।

কালিদাস সেক্ষপীর কাব্যের কাননে ।
বাছিয়া কুসুম তুলি সাজানু যতনে ।
বঙ্গের গৌরব রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি,
তাঁর কৃত ছন্দ-সূত্রে করিয়া গ্রন্থন ।
রচিনু এ কাব্য-হার তুষিতে সুজন ।
অর্পিনু কোবিদ করে,
যদ্যপি গ্রহণ করে,
বারেক সাদরে ইহা হেরেন নয়নে ।
সার্থক এ শ্রম-সম চিন্তি তবে মনে ।

গ্রন্থকার ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
ইন্দ্র	শচী
মদন	রতি
চিত্রকেতু (নায়ক)	চন্দ্রপ্রভা (নায়িকা)
বিশ্বাবসু	মধুমতী (তস্যা সখী)
	তিলোত্তমা (অপ্সরাগণ)
	মেনকা
	রম্ভাবতী
	উর্ব্বশী

অমরগণ, বন্দীগণ, ইত্যাদি।

চন্দ্রপ্রভা।

—o—

দৃশ্যকাব্য।

—o—

নান্দী।

[গীত।]

কমলবাসিনী।
বাক্‌বাদিনী দীনে দয়া করি,
উর অন্তরে হে মানস-তমোনাশিনী।
তোমার চরণে এ মিনতি,
মানস-রঞ্জন-গীত গাহিব,
দেহ এ বর হে বর-দায়িনী।

প্রথমাঙ্ক।

অমর-নগরী—পর্ব্বতস্থিত-কানন।

(চন্দ্রপ্রভা আসীনা।)

চন্দ্র। (করযোড়ে)——

প্রণমি হে মনোভুব সুন্দর মূরতি,
মম ইষ্টদেব, এ সৃষ্টির মূলাধার,
প্রণয়ের আদি-পিতা, হে রতি-রমণ।

তোমার আদেশে আজি এ বিজন বনে,
ভ্রমে দাসী একাকিনী পতি-প্রেম-আশে!
আশা পূর্ণ কর তাঁর দেখাইয়া পতি।

(প্রণাম।)

(এক দিকে চাহিয়া স্বগত।)

ঐ না কে যেন আসে এই পথ ভিতে?
আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি নারী-মনোলোভা
মেঘের মাঝারে যেন পূর্ণ-শশী-শোভা!

(করযোড়ে)

ধন্য আমি পূজেছিনু দেব রতি-পতি,
সদয় হইয়া বুঝি, তেঁই মিলাইলা
এ হেন রতন মোরে, দেবতা মদন।
আমার সৌভাগ্য-রবি আজি সুপ্রভাত
তাই বিধি ঘটাইল হেন সন্দর্শন—
আশার অতীত! আহা চাতকীর যেন
না চাহিতে মেঘ, বারি-ধারা বর্ষে মুখে!

(সচকিতে)

একি?— একি কথা শুনি অকস্মাৎ যেন
কে কহিল কানে মোর:—"শোন চন্দ্রপ্রভা
যে আসিছে, এই তোর পতি লো ললনে,

ত্যজি লজ্জা ভজ এরে কায় মনঃ সঁপি।"
একি দৈব বাণী?—কিম্বা মানসে আমার
গায় আশা মায়াবিনী, প্রেম-তৃষাতুরা!
না পারি বুঝিতে কিছু, কে কহে আমারে;
যা হোক,—এ কথা আমি পালিব যতনে
অবশ্য বরিব হেন পুরুষ-রতনে।
(দাঁড়াইয়া)
কে তুমি পুরুষ রত্ন, রমনী মোহন,
প্রকাশি রূপের ছটা, আলোকি কানন
ভ্রমিছ একাকী আজি এ বন প্রদেশে
প্রদোষে; বিদেশে যথা পথিক সুজন
ভ্রমে ভ্রম-ক্রমে, ভাবি ভাবিনী-বিভ্রম।

(চিত্রকেতুর প্রবেশ।)

[গীত।]

স্বাগত হে প্রাণধন স্বাগত এ গিরিদেশে।
ও পদ পরশে আজি গিরি সেজেছে সুবেশে।
ফুটিয়াছে বনফুল,
ছুটিছে মধুপকুল,
পরশি মধুর বায়ু, মাধবী ফুটেছে হেসে।
(অগ্রসর হইয়া)
এস হে যুবক বর, পুরুষ-সুন্দর,

নারী-কুল-মনোহর, নয়নের মণি,
হৃদয়ের সার-রত্ন, এস হে হৃদয়ে !
রেখেছি যে প্রেম-সুধা এ হৃদে গোপনে,
যতনে সঁপিব আজি তাহা তোমা ধনে !
সঁপে যথা সিন্ধু-পদে স্বর্ণরেখা-নদী
কনক-কণিকা আনি প্রতি ঊর্ম্মি সনে।

(করধারণ।)

চিত্র। একি !—কি আশ্চর্য্য তব হেরি ব্যবহার ;
অবাধে, অপরিচিত পুরুষের কর,
ধরিছ রমণী হয়ে ; নাহি লজ্জা ভয় ?

চন্দ্র। যখনি হে প্রাণ-নাথ, তব বর-বপূ-
প্রতিকৃতি পড়িয়াছে এ নয়ন-পটে,
তখনি সরম ভয়, এ হৃদয় হতে
গেছে দূরে ; যায় যথা, যামিনীর ঘোর
অন্ধকার, যবে ঊষা উদে গো উদয়ে !
তাই বলি প্রিয়তম, না করিও কোপ,
কুপিলে কামিনী-প্রেমে, না পাইবে সুখ।
এস মোরা, বসি দোঁহে, এ কুঞ্জ-কাননে,
কাটাই যামিনী, সুখে প্রেম আলাপনে।

যৌবন-ভাণ্ডারে মম আছে যত ধন—
সকলি তোমারে তাহা সমর্পিবে দাসী।
(হস্তাকর্ষণ।)

চিত্র। কি কর, কি কর, ছাড় নির্লজ্জা রমণী।

চন্দ্র। হায়, প্রেম-মদে-মত্তা, আমি পাগলিনী
যাহা ইচ্ছা কহ তুমি, নাহি মোর রোষ।
পেয়েছি তোমারে যবে, এ বিজন-বনে,
পূরাব মনের বাঞ্ছা, প্রণয়ের আশা
মিটাব মনের সাধ এ সুখ-নিশিতে।
(রাহুদ্বারা বেষ্টন।)

[গীত।]

বিনা আয়াসে নিধি পেয়ে, বল কে চাহে ছাড়িতে হে।
আজি যামিনী তোমা সখা, আমি দিব না যাইতে হে।
প্রেম-আলাপে নিশি ভোর, হবে তোমারে করিতে হে।
দাসী-মানস-প্রেম-তৃষা, হবে তোমারে পূরাতে হে।

চিত্র। (স্বগত।)
হায় রে, বিহগ যথা পড়ে ব্যাধ ফাঁদে,
কিম্বা ঊর্ণনাভ-জালে ক্ষুদ্র কীট যথা,
তেমতি, এ রমণীর বাহুলতা-পাশে
আবদ্ধ হয়েছি আমি!—কি করি এখন?

চন্দ্র। কি কারণে নিরুত্তর কহ প্রাণ সখা ?
কোন দুখে প্রেম সুখে, বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি ?—কোন অভিমানে
কমল লোচনে হেরি আরক্তিম আভা ?—
বর্ষ বাক্য সুধা, হোক সু-ভাষা, কু-ভাষা
যুড়াবে শ্রবণ শুনি, যুড়াবে পরাণ ;
নিবিবে প্রেমের জ্বালা, নিবায় যেমতি
কি শীতল কি বা উষ্ণ-বারি বহ্নি-রাশি।
হায় কুরঙ্গিনী আমি প্রেম-তৃষাতুরা,
পেয়েছি এ মরুভূমি জীবনের পথে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুশীতল জলাশয়—
তোমার প্রণয়,—এবে সুখে করি পান !

(চুম্বন করিতে উদ্যত।)

চিত্র। (বাধা দিয়া)
ছি ছি ছি, কি কর ?—

চন্দ্র। ছি ছি ছি, কি কথা নাথ !
অবলা বলিয়া, বল করো না বালারে।
বাধা দিয়া, ব্যথা আর দিওনা মরমে।
একটী চুম্বন মাত্র চাহিয়াছি আমি,
ইহা প্রদানিতে তব, এত লাজ কেন ?

যে অধর চাহে আজি, চুম্বিতে অধর
তোমার,—তাহার সুধা পান করিবারে,
কত আশা মনে মনে, অমরে কি নরে
করিয়াছে, করিতেছে, করিবে বা কত
না যায় কহনে।—কিন্তু আজিও অক্ষত
ইহা কহিনু তোমারে, নিশ্চিত জানিও
কান্ত ;—হেন জ্ঞান হয় বুঝি সুধু তব
লাগি। তাই বলি প্রিয়তম, এ অধর-
সুধা সুখে কর পান, যুড়াক পরাণ,
অবাধে অর্পিছে দাসী বিনা যাচিঙ্গাতে।

চিত্র। কেন হেন অনুনয় কর বার বার
বৃথা মোরে ; দেহ ছাড়ি, যাই নিজ কাযে।

চন্দ্র। একটী মিনতি মোর রাখ প্রাণ-সখা,
বারেক পরশ নাথ, দুখিনী-অধর,
তোমার অধর-ওষ্ঠে,—যদিও সুন্দর
নহে ওষ্ঠাধর এ দাসীর তব সম,
তথাপি লোহিত বটে ; চুম্বিলে জানিবে,
তোমারো যেমন লাভ আমারো তেমতি।

চিত্র। না চাহি চুম্বন তব, দেহ মোরে ছাড়ি,
অস্তমিত তিমিরারি, আগত সর্ব্বরী

যাইব আপন কাযে, বিদাও আমারে।
বৃথা বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন।

চন্দ্র। একি কথা রসময়! বাহুলতা পাশে
যাহারে বাঁধিয়া, আশা না হয় পূরণ,
কি সুখে তাহারে সখে বিদায়ি বল না?

[গীত।]

হেরে তব চন্দ্রবদন না রহে চিত মোর।
এমনি সাধ হয় মনে, লয়ে তোমারে দিবা-রজনী
রাখি হৃদি মাঝে।
মিটিয়ে আশা, আমোদে মাতি হয়ে প্রেমে ভোর।

চিত্র। (স্বগত।)
কি আশ্চর্য্য এ নারীর প্রণয়-পিপাসা,
দেখেছি রূপসী কত শত প্রেমভরে
ভাল বাসিয়াছে মোরে, তুষিছে যতনে
শ্রবণ-কুহর মম প্রেম-আলাপনে,
ভাষি মধুমাখা ভাষা সুহাস্যে সোহাগে,
কিন্তু না হেরিনু কভু এ কামিনী মত
প্রণয়-বিহ্বলা নারী!

চন্দ্র। কি ভাবিছ মনে
আনত নয়নে, দেখ বদন তুলিয়া,

দাসীর নয়ন-তারা-মনির ভিতরে
যথায় পড়েছে তব ছায়া মনোহর,
হেরিলে সে ছায়া তুমি ভাবিবে অন্তরে ;—
'এ ছায়া যে মূরতির, সে মূরতি যদি
বারেক রমণী কোন নিরখে নয়নে,
তা হলে থাকিতে প্রাণ, কে চাহে ছাড়িতে !'
অঙ্কেতে পাইয়া তোমা ত্যজিব কেমনে ;
কাহার না ইচ্ছা বল, অমৃত খাইতে !
নয়নে নয়নে যদি হইল মিলন,
অধরে অধর কেন না মিলিবে তবে ?

(চুম্বনোদ্যত।)

চিত্র। (মুখসরাইয়া)

হে সুন্দরি, করে ধরি, ক্ষমহ আমারে,
এ নহে উচিত তব ; দেহ ছাড়ি মোরে।

চন্দ্র। হা অদৃষ্ট মম ! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

হে দারুণ কি কারণ
তরুণ বয়সে, হিয়া বেঁধেছ পাষাণে ,—
পাষাণো ত নয়, এযে তা হতে কঠিণ,
পাষাণ আসারে ভিতে, কিন্তু তব হৃদি
প্রণয় আসারে আমি নারিনু ভিজাতে।

না জানি এ অভাগিনী কোন দোষে দোষী,
কেন তুমি মোর প্রতি এতই নিদয়,
কেন বা অধর সুধা প্রদানে কৃপণ ?
কায নাহি দান মোরে, দেহ ঋণ-রূপে
একটী চুম্বন, দিব ফিরাইয়া দুটী !

চিত্র। (স্বগত) হায় রে নদের স্রোতঃ দ্বিধা হয়ে যথা,
শৈলের সম্মুখে পড়ি, বহে প্রতিঘাতে
উভয় মার্গেতে ; মনঃ তেমতি আমার,
ধাইছে উভয়গামী। কি করি এখন ?
না জানি কপালে বিধি কি লিখিলা আজি !
বিলম্বিলে দেবরাজ শাস্তিবেন মোরে,
কায নাই, ত্বরা যাই, ছাড়ি এ বামারে,
যাই যাই বলি, কিন্তু না পারি যাইতে।
কেন বা এমন হোলো, না পারি বুঝিতে।
যে অবধি হেরিয়াছি এ রামা-রতনে
করে হিয়া দুরু দুরু ; দ্রুত-তর-বেগে
বহিছে শোনিত স্রোতঃ ধমণী মাঝারে,—
কাঁপে তনু,—কহি কথা গদ গদ স্বরে।

চন্দ্র। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ যুবক তোমারে,
নাহি কি শোনিত তব শিরার অন্তরে ?

নাহি কাম, নাহি প্রেম, নাহি ভালবাসা,
কেবল সুন্দর মূর্ত্তি—আঁখি সুখকর,
শীতল নিষ্কাম জড় পুত্তলিকা প্রায়।
দেখিতে পুরুষ প্রায় ; কিন্তু বোধ হয়
পুরুষ কখনো নহ। তা না হলে কেন,
একাকিনী পেয়ে নারী তব প্রেম রতা,
কানন মাঝারে নাহি ভুঞ্জ মনঃ সুখে ;
হইলে পুরুষ জাতি জানিতে অন্তরে
প্রণয় কি ধন, কত দুঃখ কত জ্বালা,
কামিনী হৃদয়ে সহে প্রেমের বিরহে।

চন্দ্র। কি লাভ জানিয়া মোর প্রণয় কি ধন ?
কি লাভ জানিয়া কত দুঃখ নারী-হৃদে ?
দেহ মোর হাত ছাড়ি—কি কারণে তুমি
ধরিছ ইহারে হৃদে চাপিয়া চাপিয়া !

চন্দ্র মম মন আগে তুমি দেহ ফিরাইয়া,
তবে সে তোমার কর দিব আমি ছাড়ি।

চিত্র। ছাড় মোরে, ছাড় তব প্রণয় ছলনা,
ছাড় প্রেম-আলাপন, ছাড় মোর আশা।
ওই দেখ নিশা-দেবী তিমির-বসনা
আবরিল জগতের আলোক আঁধারে।

চন্দ্র। কি ভয় তাহাতে তব ?—এ রম্য-কাননে
না চরে ভুজঙ্গগণ, না চরে শ্বাপদ,
না ডাকে পেচক কাক করকশ স্বরে,
রজনীর অন্ধকারে কিবা ভয় তবে ?
এ কুঞ্জ মাঝারে, শান্তি বিরাজে সতত,
দেবতা-বাঞ্ছিত-বন—দ্বিতীয় নন্দন।

[গীত।]

হের ছুটিছে মধুপ, ফুটিছে ফুল।
বহে স্থবাস লুটি বায়ু মৃদুল।
খেলে উৎস, চলে জল কুল কুল কুল।
বলে পিউ পিউ পাপিয়া হে,
ডাকে কুহু কুহু কোকিল-কুল॥

এ হেন সুন্দর-তম-কানন-মাঝারে,
না হয় মানস যদি বিহরিতে তব,
তবে এস মম তনু-কানন-অন্তরে,
বিচর কুরঙ্গ তুমি যথা মনঃ সুখে,
কোথাও সু-উচ্চ গিরি—সুগোল কোমল,
সুন্দর কন্দর কোথা, যাহার অন্তরে
পশি নাশে তপনের তাপ তাপীজনে,
পিপাসিত হলে পান করো প্রাণসখা,

এ মম অধর-সুধা, আশা মিটাইয়ে।
কত উপত্যকা ; কত অধিত্যকা ভূমি ;
কত মহীরুহ ; কত গুল্ম লতাবলী ;
কত প্রস্রবণ ; কত প্রান্তর সুন্দর ;
বিরাজে হে রসরাজ ! হেন মনোহর
এ মম শরীর-বনে—সুখের সদন
ভ্রম হে কুরঙ্গ-রাজ, রঙ্গে প্রেম ভরে !

(ঈবদ্ধাস্যে)—

বড়ই চতুরা তুমি রসিকা রমণী,
সে অবধি কত ছল, কতই কৌশল
করিছ ছলিতে মোরে ; কিন্তু কোন হেতু !
রমণী-প্রণয়ে মম নাহিক প্রত্যয়,
রমণী-প্রণয় প্রায় বালির লিখন।

চন্দ্র। এ কথা, এ মিথ্যা কথা কে কহেছে তোমা !

চিত্র। নহে মিথ্যা কথা ইহা ; শুনিয়াছি আমি
ঋষিগণ মুখে—যাঁরা পরিহাস-ছলে,
না কহেন মুখে কভু অনৃত-কাহিনী,
সদা সত্যবাদী তাঁরা সত্য ব্রতে রত।

চন্দ্র সত্য কথা নাথ, সত্যবাদী ঋষিগণ,
কিন্তু ভাবি দেখ মনে ; বাল্যকাল হতে

রত যাঁরা তপে, যপে, বিদ্যা-অধ্যয়নে ;
যাঁদের আবাস বন, গহ্বর, কুটীর,
পরিধান যাঁহাদের অজিন, বল্কল ;
যাঁদের আহার ফল মূল জীর্ণ-পাতা ;
যাঁদের মানসে নাহি প্রকাশে কখন
রমণী প্রণয়-ভাব সুখদ-যৌবনে ;
যাঁদের বদনে কভু সরে নাহি বাণী,
তুষিতে যোষিত মনঃ প্রেম আলাপনে ;
যাঁদের শ্রবণে নাহি প্রবেশে কখন
কামিনীর বাক্য সুধা—পূর্ণ প্রেম রসে ;
কেমনে এমন, আহা অসম্ভব কথা—
কহেন তাঁহারা তবে কহ প্রাণাধিক ।

বড় ব্যথা বাজে বুকে, স্মরিলে অন্তরে
ঋষির কঠোর ব্রত !—সুখের যৌবন
কাটায়ে অসুখে সবে, বঞ্চিত হইয়া
নারী-প্রেম সুখে—আহা বিধাতা বাঞ্ছিত ।
হেন জ্ঞান হয় সবে একান্তে মিলিয়া,
যুক্তি করি হেন যুক্তি কহেন অন্যেরে ।
তুমিও বয়স ধর্ম্মে না বুঝিয়া মর্ম্ম,
যে যাহা বলেছে তাই করেছ প্রত্যয়।

তাই বলি শুন নাথ, হেন কথা কভু
মুখে না আনিও আর। দেখ মনে ভাবি
এই যে অনন্ত-বিশ্ব—ঋষি-জ্ঞানাতীত,
সৃজিলা পুরুষোত্তম, প্রকৃতি সহায়ে,
প্রকৃতি সুন্দরী বিনা সকলি আঁধার,
হরি হর বিধি দেখ বাঁধা নারী-প্রেমে,
অন্য পরে কি বা কথা!—রমণী প্রণয়
বালির লিখন প্রায় হইত হে যদি,
তবে কি জননী তব পারিত কখন
প্রসবিতে তোমা হেন সতনু অতনু?

চিত্র। সে যা হোক, সে কুতর্কে কিবা প্রয়োজন?
দেহ মোরে ছাড়ি, আমি যাইব ত্বরায়
বৈজয়ন্ত-ধামে, যথা দেব শচী-পতি
বসেছেন সভা করি দেবগণ লয়ে।
নাহি জানি দেবরাজ বিলম্বিলে আমি,
কি কবেন মোরে—তাই ভাবি মনে মনে,
কেনই বা বাম-আঁখি নাচে ঘন ঘন
না জানি কি অমঙ্গল অদৃষ্টে আমার,
ঘটিবে তোমার লাগি!

চন্দ্র। হায়, মম লাগি

তব অমঙ্গল নাথ ?——নিদারুণ কথা,
প্রাণে লাগে ব্যথা, ধর ধর প্রাণ যায় !

(মূর্চ্ছা।)

চিত্র। (শশব্যস্তে বস্ত্র দ্বারা ব্যজন।)

একি, একি হলো, হায়, কেন অকস্মাৎ,
এমন করিয়া ধনী পড়িল ধরায়,
হেরি জ্ঞান-শূন্য-প্রায়, স্পন্দ-হীন-দেহ,
ডাকিলে না কথা কয়, না মিলে নয়ন,
নাসার নিশ্বাস দেখি বহে মৃদুতর।
হায় রে কি হলো, কেন সহসা এমন
কনক-লতিকা-বপু যায় গড়াগড়ি !
আহা,স্বধু মোর লাগি,—মোর প্রেম লাগি,
এ নারী-রতন অনুপমা বামাকুলে,
আমার প্রেমেতে মজে, না পারি সহিতে
শ্রবণে অন্তরে মম অমঙ্গল কথা,
হারায়েছে জ্ঞান।—হায়, কি নিঠুর আমি
যে বামা রতন মোরে বারেক নিরখি,
ত্যজি লজ্জা ভয়, মাতি প্রণয়-আমোদে,
চাহিল বরিতে মোরে, সঁপি সযতনে
জীবন যৌবন মনঃ আপন ইচ্ছায়,

তাহারে না দিনু আমি একটী চুম্বন !
ধিক্ রে আমারে, হায় শত ধিক্ মোরে !
না জানি এ মতি কেন হইল তখন !
সেই ত বিলম্ব হলো স্বরগে যাইতে ;
তবে কেন মূঢ় আমি নির্দ্দয় দারুণ,
অন্তরে মোহিত হয়ে, এ নারীর রূপে,
কেন না মাতিনু সুখে প্রেম আলাপনে
সে সুন্দরী সনে, যবে সাধিল আমারে ;
যাহার প্রণয় হেন পবিত্র প্রগাঢ় !
এ কুল ও কুল আমি দু-কুল বঞ্চিত !

(বক্ষোপরি বক্ষ দিয়া)

কি কায বিলাপে আর ?—দেখি প্রতিকার।
যে অধর-সুধা-পান করিবার তরে,
এত ছল বিধুমুখি করেছিলে, হায়,
সে অধর সুধা এবে তস্করের ন্যায়,
নীরবে নিভৃতে দাস করিছে হরণ।

(বারম্বার চুম্বন।)

কি মধুর—কি মধুর—আহা কি মধুর !
সুধা হতে প্রেমসুধা ভবে সুমধুর !
তৃষিত-প্রেমিক-তৃষা সদা করে দূর।

আবার চুমিরে—আহা আবার—আবার—
এই শেষ—আর নহে জেগেছে সুন্দরী।

চন্দ্র। (সংজ্ঞালাভানন্তরে)

হায় রে কোথায় আমি না জানি এখন,
স্বরগে মরতে কিম্বা ভূধরে সাগরে,
না পাই দেখিতে দিক্ সকলি আঁধার,
অবাচী উদীচি প্রাচী প্রতীচি প্রভৃতি।
না জানি গোধূলি কিম্বা উষার সময়,
না জানি নিদ্রিতা কিম্বা বিনিদ্রিতা আমি;
মৃতা কি জীবিতা হায় না পারি বুঝিতে!

চিত্র। কি কায প্রলাপে বৃথা, শুন বিধুমুখি,
স্থির হও, সংজ্ঞা লাভ হবে পুনরায়।

চন্দ্র। (হস্ত ধরিয়া)—

কে তুমি?—তুমি না সেই পুরুষ সুন্দর,
যাহার শরীর রাজ্যে ভূপতি হৃদয়—
নিঠুর দারুণ লৌহ পাষাণ হইতে,
নিয়োগিছে সদা যেই সেনাপতি-দ্বয়
নয়ন, বধিতে প্রাণ অবলা বালার,
খরতর শরে জর জর করি হৃদি।
বাখানি সে বীরপণা, বাখানি সে বীরে।

কিন্তু কোন্ হেতু, কহ, বধিয়া আবার
বাঁচাইলে প্রাণ মম ?—দহিবার তরে ?—
এ ত নহে বীর-রীতি। যদি বাঁচায়েছ,
কহ কি ঔষধে—কিবা সঞ্জিবনী সুধা
বরষি, এ অভাগীর দিলে প্রাণ পুনঃ।
আবার বরষ তাহা দেখি হে নয়নে।
হায় রে চকোরী আমি সুধা কাঙ্গালিনী,
যে সুধা-অশন-আশে সাধিলাম এত,
বারেক দেহ হে দেব, দয়া প্রকাশিয়া
দাসীরে হে সুধাকর, বক্ত্রেন্দু হইতে,
ও তব অধর-সুধা অধিনী-অধরে !

চিত্র। হে শোভনে, সুধামুখি, সরলা রূপসী !
দেখ বিবেচনা করি, উচিত কি কভু,
আমা দোঁহাকার এবে এ বিজন বনে,
মাতিতে প্রণয়ামোদে !—কি জানি কখন
কেহ আসি দেখে হেথা, কি কহিবে তবে ?
কি কবেন দেবরাজ বিলম্বিলে আমি।
বিশেষতঃ পরিচিত নহি মোরা দোঁহে,
উভয়ের কি স্বভাব, জানিনে উভয়ে,
আজি এ প্রথম দেখা দৈবে এই বনে।

না জানি, না শুনি, কহ সহসা কেমনে,
মদন-অনল জ্বালি প্রেমের মুষাতে,
গলাব দোঁহার মনঃ সুবর্ণের প্রায় ;
কি কবেন গুরুজনে এ কথা শুনিলে ?

চন্দ্র। কি লাজ তাহাতে তব ?—দেখ ভাবি মনে,
গন্ধর্ব্ব আমরা ;—আছে সু-প্রথা মোদের,
গান্ধর্ব্ব বিবাহ—সর্ব্ব বিবাহের সার।
এ দাসীর পরিচয় শুন নাথ তবে ;—
গন্ধর্ব্ব-কুলের গর্ব্ব, সর্ব্বলোকে খ্যাত,
মহাত্মা মলয়কেতু জনক আমার,
দাসী চন্দ্রপ্রভা তাঁর স্নেহের তনয়া—
তব প্রেম ভিখারিণী, দেহ ভিক্ষা তারে—
দাসীভাবে দিবানিশি থাকে তব সাথে !
আর এক কথা নাথ, শুন সাবধানে,
যে কারণে এত ক্লেশ দিলাম তোমারে।
গত নিশি নিদ্রাযোগে হেরিনু স্বপন,
আমার অভীষ্টদেব রতি-পতি যেন,
আসিয়া বলিল মোরে, "শুন চন্দ্রপ্রভা !
এত দিনে তুষ্ট আমি হলেম তোমারে
মনোনীত বর মাগি লহ ইচ্ছা যাহা।"

অমনি প্রণতি করি দেবতা-চরণে,
করযোড়ে কহিলাম, বিনয় বচনে,—
"তব সম রূপবান্ পতি পাই যেন।"
না ফুরাতে কথা মোর অমনি মদন,
"তথাস্তু," বলিয়া দেব কহিল আমারে।
"কালি সন্ধ্যাগমে যেই পুরুষ-রতনে,
হেরিবি প্রথমে তুই সেই তোর পতি।"
এত বলি অন্তর্ধান হইল মদন
তখনি, আবার নতি করিনু চরণ-
উদ্দেশে; যাহোক দেব-বাক্য মিছা নহে
সফল স্বপন মানি তোমা দরশনে।
এ মিনতি প্রাণপতি চরণে তোমার,
রতি পতি-অনুমতি ক'রো না হেলন।
মদন রাজার দেখ সবাই অধীন,
এ বিশ্ব-মাঝারে কিবা অমরে কি নরে।

চিত্র। যা কহিলে সত্য শরদিন্দুনিভাননে,
কার সাধ্য দেব আজ্ঞা পারে লঙ্ঘিবারে।
কিন্তু এক কথা মম শুন প্রাণসখি,
দেবেন্দ্র-কিঙ্কর আমি—চিত্রকেতু নাম,
চিত্ররথ তাত মম, বিদিত জগতে।

যদি দৈববলে আজি দেবরাজ কাছে,
পাই অব্যাহতি, প্রভু না শাপেন মোরে,
দেখিয়া বিলম্ব মম ; অবিলম্বে তবে
এখানে আসিয়া, আশা মিটাইব তব,
নিশ্চয় জানিও কালি—সন্ধ্যা-আগমনে।
নতুবা জনম শোধ এই শেষ দেখা,
বিদাও আমারে বালা বিলম্ব না সহে।

চন্দ্র! একান্ত যাইবে যদি শুন প্রাণকান্ত,
রবির বিরহে যথা নলিনী মলিনী
মুদিতা বিষাদে ; নাথ, তোমার বিহনে
এ পোড়া পরাণ মম মুদিবে তেমতি।
যে পর্য্যন্ত তুমি পুনঃ না আস ফিরিয়া,
আশাপথ নিরখিয়া রহিল এ দাসী।

[গীত]

দাসীরে ত্যজিয়ে যদি যাবে তুমি প্রাণধন।
চরণে স্মরণ রেখ হয়ো নাক বিস্মরণ।
তুমি প্রাণ আমি কায়া,
তুমি রবি আমি ছায়া,
তোমা বিনা অধিনীর নাহি আর অন্যজন।

কহ তবে প্রাণ নাথ, কহ সত্য করি,

মিথ্যা বাক্যে ভুলায়ো না অবলা বালারে,
আসিবে নিশ্চয় কালি এ দাসীর কুঞ্জে,
ভুঞ্জিতে মনের সুখে, মঞ্জু আলাপনে,
বিতরিয়া প্রেম পুঞ্জ, বঞ্জুল মঞ্জুলে।

চিত্র। যদি গুরুবলে আজি পাই পরিত্রাণ
পুরন্দর হাতে প্রিয়ে, নিশ্চয় আসিব
তোমার সকাশে শুভে, কালি সন্ধ্যাকালে।
তাহার প্রতিভূ এই লহ সুবদনে।

(চুম্বন।)

চন্দ্র। (সালিঙ্গনে)

সফল জনম মম, হায় এতক্ষণে!
সার্থক মদন দেবে পূজেছিনু আমি!

(চুম্বন।)

আসিবে প্রাণেশ, বল, 'আসিব' 'আসিব'
আবার মিলিব মোরা এ বনে উভয়ে।
আমার মাথার কিরে, করো না ছলনা,
হাতে পেয়ে পূর্ণঘট দু-পায়ে ঠেল না।

চিত্র। আজিকার মত প্রিয়ে বিদাও দাসেরে।

(সালিঙ্গনে চুম্বন।)

(স্বগত)

চলিল শরীর মম অগ্রসর হয়ে,

কিন্তু এ চঞ্চল চিত্ত ধাইছে পশ্চাতে, ;
ধায় যথা প্রতিবাতে, অংশুক-পতাকা
পশ্চাতে, চলয়ে রথ পুরাভাগে যবে।

(প্রস্থান।)

চন্দ্র। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে করযোড়ে)

হে দেব, তোমার দাসী চন্দ্রপ্রভা আজি
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর তার পানে
কৃপাময়! রক্ষা কর, প্রাণনাথে মোর,
সহস্রাক্ষ রোষ হতে। হে মীনকেতন!
চিত্রকেতু তরুবরে বেড়েছে যে লতা,—
দাসী চন্দ্রপ্রভা—সে ত তোমারই আশ্রিত
বাঁচিবে সে লতা-প্রাণ সে তরু বাঁচিলে!
দেখ সে পাদপে যেন না পর্শে পরশু!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(বৈজয়ন্ত।—ইন্দ্রসভা।)

(ইন্দ্র ও শচী সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা—উভয় পার্শ্বে অমরগণ উপবিষ্ট এবং বন্দীগণ ও দ্বারপালগণ দণ্ডায়মান।

[গীত।]

বন্দীগণ। (করযোড়ে)——

জয় জয় শচীপতি ইন্দ্র, সুর-নর-নাগ-সাধন।
বৃত্রবিজয়ী পাকশাসন বাসব নমুচি-সূদন॥
দিক্পালপতি দেবরাজ মাতা-অদিতি-নন্দন।
দম্ভভেদী দৈত্যনাশী দশ-দশ-দশ-লোচন॥
সুরপতি বলারাতি বজ্রী বৈজয়ন্ত-রাজন।
শুনাসীর শতমন্যু শক্র জিষ্ণু জীমূতবাহন॥
দর্পহারী দয়াময় দীন-দরিদ্র-নাশন।
পুরন্দর পুরুহূত পাপ-পতিত-পাবন॥

সকলে। জয় শচীপতি জয়!!

বিশ্বাবসু। (দাঁড়াইয়া)

শুন গো স্বরগবাসী অমর নিকর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সর কিন্নর॥
রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি, বিদ্যাধরগণ।
যা কহি দেবেশ-আজ্ঞা করহ শ্রবণ॥

যে দিন মরিল বৃত্রাসুর মহাহবে।
আজি সেই শুভদিনে বার্ষিক উৎসবে॥
মাতগো আমোদে আজি দেবতা সকলে।
পীয় সুধা সোমরস সবে কুতুহলে॥
গায়ুক গায়কগণ উচ্চতম তানে।
নাচুক নর্ত্তকীদল তাল লয় মানে॥
বাজাও আনন্দে সবে ত্রিদিব-বাজনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে হউক ঘোষণা॥
কাঁপুক পাতালে দৈত্য সভয়ে বিষাদে।
কাঁপে যথা শিবাদল সিংহের নিনাদে॥

সকলে। জয় শচীপতি জয়!!

ইন্দ্র। মহানন্দ-রসে আজি মাত দেবগণ।
সুখের সে শুভদিন করিয়া স্মরণ॥

সকলে। জয় শচীপতি জয়!!

[গীত।]

গায়কগণ। ঢাল হে গন্ধর্ব্ব সুধাভাণ্ড ভরি,
ঢাল হে কিন্নর পীযূষ লহরী,
ঢাল সোমরস সুখে ত্বরা করি,
মাতায়ে আমোদে অমরপ্রাণ।

(গায়িতে গায়িতে সকলের সুধাদি পান।)

নর্ত্তকীগণ। (নৃত্য করিতে২ এক দিক দিয়া প্রবেশ।)

দেবরাজ সনে সবে মাতোয়ারা,
অরুণ, বরুণ, রবি, শশী, তারা,
বায়ু, ব্যোম, গ্রহ, দিক্‌পতি যারা
সুধা সোমরস করিয়া পান।

[নাচিতে২ অপরদিক দিয়া প্রস্থান।]

গায়কগণ। ধর বীণা বাঁশী মৃদঙ্গ বিষাণ,
হৃদয় বাঁধিয়া মিলাও সুতান,
গাও উচ্চৈঃস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া অমর ঘরে।

নর্ত্তকীগণ। (এক দিক দিয়া নৃত্য করিতে২ প্রবেশ।)

গায়িল গন্ধর্ব্ব গায়ক প্রধান,
ছয় রাগ যেন সবে মূর্ত্তিমান্,
ছত্রিশ রাগিণী তাল লয় মান,
বীণা সপ্তস্বরা মৃদঙ্গ ধরে।

[নাচিতে নাচিতে অপর দিক দিয়া প্রস্থান।]

গায়কগণ। নয়নের কোণে খেলায়ে চপলা,
নিতম্বের নীচে দুলায়ে মেখলা,
বদনে বিকাশি শশী ষোলকলা,
ছড়াও মাধুরী স্বরগ পরে।

নর্ত্তকীগণ। (এক দিক দিয়া নৃত্য করিতে২ প্রবেশ।)
নাচে আঁখি ঠারি স্বর্গ বিদ্যাধরী,
নিতম্ব দুলায়ে নাচিছে কিন্নরী,

নাচিছে মুচকি হাসিয়ে অপ্সরী,
সোহাগে মাতিয়ে রূপের ভরে।
[নাচিতে২ অপর দিক দিয়া প্রস্থান।]

গায়কগণ। জয় শচীপতি অমর-রাজন,
যাঁহার প্রতাপে অসুর নিধন,
বজ্র ধরি করে শাসে ত্রিভুবন,
তাঁর জয় আজি গাও সবাই।

নর্ত্তকীগণ। (এক দিক দিয়া নৃত্য করিতে২ প্রবেশ।)
জয় শচীপতি সহস্রলোচন,
যাঁর বামে শচী শোভে অনুক্ষণ,
রসালের কোলে মাধবী যেমন,
কিবা শোভা মরি লয়ে বালাই।
[নাচিতে২ অপর দিক দিয়া প্রস্থান]

সকলে। জয় শচীপতি জয়!!

ইন্দ্র। আজি শুভ দিনে গাও হে গন্ধর্ব্বগণ!
সম স্বরে সবে মিলি বিভুগুণ গান।

[গীত।]

গন্ধর্ব্বগণ। নমঃ ব্রহ্ম সনাতন।
অখিল-অনন্ত বিশ্ব-আধার-আদি-কারণ।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ, নির্গুণ গুণ স্বরূপ,
মনোবাক্য অগোচর অনাদি ভূতভাবন।
সৃজন পালন লয়, যাঁহার কটাক্ষে হয়,
পরমাত্মা পরাৎপর সত্য নিত্য নিরঞ্জন।

নির্ব্বিকার নিরাকার, নির্ব্বিশেষ নিরাধার,
পরম পুরুষ এক অমেয় ওং পুরাতন।

ইন্দ্র। ধন্য হে গন্ধর্ব্বগণ ধন্য তোমা সবে।
ধন্য রে সঙ্গীত তোর শ্রেষ্ঠ নাহি ভবে।

গন্ধর্ব্বগণ। এত ধন্য যোগ্য নহে এ সব কিঙ্কর।
যা কন সকলি নিজগুণে দেবেশ্বর।

ইন্দ্র। সাধু, সাধু! ডাক এবে নর্ত্তকী নিচয়ে;—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আদি,
গায়ুক নাচুক সবে একে একে একে,
আপন পরীক্ষা আসি দিক চারি জনা!
দেখা যাবে আজি, কার কত গুণপণা!

বিশ্বাবসু। প্রথমে পরীক্ষা কেবা দিবে দেবনাথ?

ইন্দ্র। তিলোত্তমা।

বিশ্বাবসু। (উচ্চৈঃস্বরে) তিলোত্তমা!

তিলোত্তমা। (প্রবেশ ও প্রণাম।) উপস্থিত দাসী।

বিশ্বাবসু। সঙ্গীত পরীক্ষা আসি দেহ সভামাঝে।

তিলোত্তমা। [নৃত্য ও গীত।]

এত ভাল বাসি তবু আমিতে ভাল বাস না।
না জানি কে বা সে ধনী পূরাণে তব বাসনা।

যা হলো মম, সে ভাল,
তারে কিন্তু বেসো ভাল,
নিজ দুঃখে নহি দুঃখী, তারে দুখিনী করো না।

ইন্দ্র। সাধু, সাধু।—তিলোত্তমা রূপে অতুলনা;
ডাক বিশ্বাবসু এবে মেনকা অপ্সরী।

বিশ্বাবসু। (উচ্চৈঃস্বরে) মেনকা অপ্সরী।

মেনকা। (প্রবেশ ও প্রণাম।) কি বা অনুমতি দেব?

বিশ্বাবসু। সুরেন্দ্র সমীপে দেহ সঙ্গীত পরীক্ষা।

মেনকা। [নৃত্য ও গীত।]

তব ভালবাসা নাথ বুঝেছি সব ছলনা।
মুখে হাসিমাখা কথা, অন্তরে বধ ললনা।
আমি জাগি তব আশে,
সারা নিশি নিজাবাসে,
তুমি ত আস না নাথ, থাক কোথা বল না।

ইন্দ্র। সাধু কণ্ঠ তব; সাধু মেনকা সুন্দরী,—
এবারে রম্ভারে ডাক।

বিশ্বাবসু। (উচ্চৈঃস্বরে) এস রম্ভাবতী।

রম্ভাবতী। (প্রবেশ ও প্রণাম।)
কি আজ্ঞা দাসীরে দেব!

বিশ্বাবসু। দেব সভামাঝে,
সঙ্গীত পরীক্ষা তব দেহ রসবতী।

রম্ভা। [নৃত্য ও গীত।]

প্রেম করে প্রাণ সই হয়েছিরে জ্বালাতন।
সকলি ত্যজেছি আমি রাখিতে পরেরি মন।
জীবন যৌবন মন,
সব করি সমর্পণ,
তবু মন পেলেম্ না, সে সদা করে অযতন।

ইন্দ্র। ধন্য নৃত্য তব, ধন্য রম্ভা রূপবতী!
ডাক এবে বিশ্বাবসু উর্ব্বশী রূপসী।

বিশ্বাবসু। (উচ্চৈঃস্বরে) উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। (প্রবেশ ও প্রণাম।)
আদেশো দেব এ দাসীর প্রতি।

বিশ্বাবসু। সঙ্গীত পরীক্ষা দিয়া তোষ সভাজনে।

উর্ব্বশী। [নৃত্য ও গীত।]

আগে যে বাসিতে ভাল কেন এবে অযতন।
কি দোষে অধিনী দোষী তব পদে প্রাণধন।
তোমা বিনা অন্যজনে,
এ দাসী ভাবে না মনে,
তবে কেন দুখিনীরে দুঃখ দেহ অকারণ।

ইন্দ্র। সাধুবাদাতীত তুমি উর্ব্বশী রূপসী।
(সকলের সাধুবাদ।)
হে স্বর্বধূবৃন্দ, সুর-আনন্দ-দায়িনী!
আজি এ আনন্দ দিনে, দেব-সভা মাঝে,

উত্তম পরীক্ষা সবে দিয়া একে একে,
তুষিলে সবার মনঃ নয়ন শ্রবণ,
নৃত্য গীতে, হে নর্ত্তকী নিতম্বিনীগণ!
কিন্তু তোমাদের মাঝে কে কিসে প্রধানা,
কহিবেন শচীদেবী।—কহ প্রাণেশ্বরী!

শচী। দাসীরে এ কথা নাথ! বৃথা জিজ্ঞাসিছ,
সঙ্গীতের কিবা বুঝি অবলা আমরা;
আসি বটে প্রতিদিন তব সনে দেব,
এ তব সভামাঝারে ছায়া রূপে যেন,
নেহারি নয়নে নৃত্য, শুনি গান কাণে,
কিন্তু ইথে মনঃ কভু হয়নি নিবেশ।
দাসীর মানস-পুষ্প সূর্য্যমুখী প্রায়,
যে দিকে দেবেশ-সূর্য্য সেই দিকে চায়।
তাই বলি কৃতাঞ্জলি করি প্রাণসখা!
বিদ্যাধরিবৃন্দ মাঝে যে যাহে প্রধানা,
কহ বিবেচনা করি অভিমত তব,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিদিত ত্রিদিবে!

ইন্দ্র। তবে যদি সুরেশ্বরী নিতান্ত কাতরা,
কহিবারে গুণাগুণ নটীনিচয়ের,
আপনি কহিব তবে বিচারিয়া মনে,

কেবা কোন গুণ ধরে, শুন সভাজনে
রূপে তিলোত্তমা শ্রেষ্ঠা, মেনকা গানেতে,
নৃত্যে রম্ভা নারী শ্রেষ্ঠা, উর্ব্বশী তিনেতে।

বিশ্বা। যাহা কহিলেন, দেব ত্রিদিবের পতি,
সূক্ষ্মতম বিবেচনা এ দাসের মতে,
সকলি সঙ্গতসিদ্ধ, সার যথা কথা।
কেনই বা না হইবে?—শিক্ষাগুরু যাঁর
আপনি গীষ্পতি, বাণী বুদ্ধির আধার!
যদি আজ্ঞা দেন প্রভু এ দাসের প্রতি,
ডাকি তবে এই দণ্ডে দেব-শিল্পীরাজে,
লেখাই উজ্জ্বলতম রতন-অক্ষরে,
দেবেশের উক্তি গাথা,—মুক্তামালা যথা,
এ সভা-প্রবেশ-দ্বার-শিরোপরিভাগে;
প্রবেশি প্রবেশি-পুঞ্জ প্রযত্নে পড়িবে,
সুরেন্দ্র সুন্দর গাথা সুধা হতে সুধা!—
"রূপে তিলোত্তমা শ্রেষ্ঠা, মেনকা গানেতে।
নৃত্যে রম্ভা নারী শ্রেষ্ঠা, উর্ব্বশী তিনেতে॥"

সকলে। যা কহিলা বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বভূষণ।
আমা সবাকার মতে উচিত কথন॥

ইন্দ্র। তবে যদি তোমা সবাকারো এই মত,
তাই হোক!

বিশ্বা। (করযোড়ে) দেব আজ্ঞা শিরোধার্য্য সদা!
আর এক নিবেদন নমুচিসূদন!
দেহ আজ্ঞা এ দাসেরে, ডাকি আরবার
এ দেবেন্দ্র সভামাঝে, দেববালা দলে,
গাইতে নাচিতে মিলি সম-স্বর-লয়ে,
হাত ধরাধরি করি, নিতম্বিনীগণে।

ইন্দ্র। বল তবে বিশ্বাবসু বিদ্যাধর পতি!
সুরবারাঙ্গনা বরাঙ্গনা বালাগণে,
বারেক বর্ষিতে বল সুধার লহরী,
আমোদে মাতুক আজি অমর-নিকর।

বিশ্বা। যথা আজ্ঞা দেব।—শুন সুরনটীগণে,
পালহ প্রভুর আজ্ঞা সবে প্রাণপণে।

[নৃত্য ও গীত।]

অপ্সরাগণ। রসিক বিহনে, প্রেম জানে না,
রসিকেরি প্রেমধন।
অরসিকে প্রাণ, যে জন সঁপিবে,
সে হইবে জ্বালাতন॥
প্রণয় রাখিতে, কত যে যতন,
সে জানে যে রসময়।

রসিকের কাছে, প্রেম সুধাময়,
অরসিকে কভু নয় ॥

(চিত্রকেতুর প্রবেশ ও সকলের তৎপ্রতি অবলোকন।)

ইন্দ্র। (সরোষে) একি বিশ্বাবসু ! কহ কিসের কারণ,
নীরবে যেমতি বীণা ছিন্ন তার হলে,
নীরবিলা নটীবৃন্দ সঙ্গীত সহসা ! (অবলোকন।)
কেও চিত্রকেতু ?—তুমি আইলে এখন ?
এই কি উচিত কাল আসিতে সভায় ?
এই কি ভাঙ্গিল নিদ্রা তব ? কহ শুনি
কি লাজে দেখাতে মুখ আইলে হেথায় ?
কিবা গর্ব্বে হে গন্ধর্ব্ব বিলম্বিলা আজি ?
কোন্ কার্য্যে,কি আমোদে মাতি বিস্মরিলা ?
যদি ভুলেছিলে, তবে কেন বা আইলে ?
রঙ্গে ভঙ্গ দিতে ?—যাও চলি সভা হতে,
যাও স্বর্গ ছাড়ি এ মুহুর্ত্তে মর্ত্ত্যধামে,
ফির তথা নর সনে ছাড়িয়া অমর।
স্বরগের পথ তব রোধ হলো আজি !
তোমা হেন লোক নাহি চাহি স্বর্গলোকে।

চিত্র। (হাঁটুগাড়ি করযোড়ে)
হে প্রভো হে পুরন্দর সুরপুর-পতি,

কিবা অবিদিত তব অরবিন্দ পদে,
অন্তরের কথা মম হে অন্তরযামি!
সকলি জানহ তুমি, হায়! যে কারণে
এতেক বিলম্ব মম আসিতে হেথায়।
কি লাভ লুকায়ে তবে, কার সাধ্য হেন,
এ তিন ভুবন মাঝে, অমরে কি নরে,
রাখিবে রহস্য কথা গোপনে যতনে,
ভাণ্ডাইয়া আখণ্ডল ও সহস্র আঁখি—
ভূত ভাবি বর্ত্তমান বিদ্যমান যথা।
তাই বলি হে সর্ব্বজ্ঞ, বিজ্ঞতম তুমি,
এ অজ্ঞের অপরাধ কি আছে অজ্ঞাত
ও চরণে শচীকান্ত নমুচিসূদন!
শত অপরাধে অপরাধী তব পদে
এ কিঙ্কর। কৃপাময় কৃপা করি দীনে
রক্ষা কর, সহস্রাক্ষ এ সঙ্কট হতে;
সঙ্কট-তারণ তুমি দয়ার সাগর!
দীনে দয়া কর দেব এ দুর্দ্দৈব দিনে।
অমোঘ তোমার বাক্য, হইবে না মিছে
অবশ্য এ অভিশাপ অদৃষ্টের দোষে
ভুঞ্জিতে আমারে হবে,—না হবে অন্যথ

কিন্তু এই নিবেদন নিখিলের পতি,
নিবেদি চরণে তব—তাপিত জনের
চির-আশ্রয়ের স্থান, মোক্ষধাম ভবে।
ওই যে মরত ভূমি, মহা মরুভূমি,
চির-অসুখের খনি, তাপিতা সতত
পাপ-তাপ-শোক-দুখ-তপনের তাপে,
নহে অবিদিত দেব ও রাজীব পদে।
এ হেন প্রান্তরে তবে দেহ-তরু মম,
কেমনে বাঁচিবে বল চিরকাল তরে,
বিনা তব দয়া বারি বিন্দু বরিষণে।
অতএব হে দেবেন্দ্র, করুণা নিধান,
করুণা কটাক্ষে যদি বারেক নিরখি,
অকিঞ্চনে হয় দয়া, কহ দেব! তবে
কত কালে শাপমুক্ত হইয়া আবার,
আসিয়া অধীন,পুনঃ এ অমরপুরে,
পূজিবে ও পাদপদ্ম—ত্রিদিব পূজিত।

শচী। (ইন্দ্রের কর ধরিয়া)

কুগ্রহের দোষে আজি হে কুলিশপাণি!
শাপগ্রস্ত চিত্রকেতু—চির-অনুগত
তোমার, অমরনাথ, আশ্রিত সতত।

আশ্রিত যে জন তাহে,—কি আর কহিবে
ও পদ কমলে দাসী, কি বা অবিদিত,—
এ নহে বিহিত বিধি হে বৃত্রবিজয়ি !
লঘু পাপে গুরু দণ্ড নহে দণ্ডরীতি।
কি না তুমি জান দেব, দেবকুল-রাজা।
কিন্তু এক কথা নাথ নিবেদি চরণে।
আজি এ আনন্দ দিনে বৈজয়ন্ত ধামে
সবাই আনন্দে হাসে ; হায় ভাগ্যদোষে
একা চিত্রকেতু শুধু নিরানন্দে কাঁদে ;
এ কথাটী দেবনাথ বিচারিও মনে ।

ইন্দ্র। (শচীর কর ধরিয়া)
হে দেবী, হে দেবেন্দ্রাণী মূর্ত্তিমতী দয়া
অবশ্য এ অনুরোধ অরবিন্দু মুখি !
রাখিব তোমার, লাঘবিব শাপবাণী
সাধ্য মতে সুরেশ্বরী সরোজলোচনা।
(চিত্রকেতুর প্রতি)
জানিলাম চিত্রকেতু চিন্তিয়া অন্তরে,
রূপসী ললনা কোন মজি তব রূপে,
মজালে তোমারে বালা, মজিলা আপনি ;
সে যা হোক, সে কথায় নাহি প্রয়োজন,

ইহার উচিত শাস্তি দিতাম তোমারে,
কিন্তু ইন্দ্রাণীর কথা না পারি হেলিতে;
লাঘবির শাপ তব শুন সাবধানে।
অব্যর্থ আমার বাক্য, অব্যর্থ যেমতি
বজ্র মহা-অস্ত্র মম ব্যক্ত চরাচরে।
অবশ্য এ অভিশাপ হইবে ভুঞ্জিতে
তোমারে; অমরাপুরী ত্যজি এ মুহূর্ত্তে
মর্ত্তধামে ভ্রম তুমি বৎসরেক তরে,
রমণী মিলন সুখে হইয়া বঞ্চিত।
হইলে বৎসর পূর্ণ, মানব সংখ্যায়,
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ আপন আবাসে।
তবে যদি মম বাক্য করি অবহেলা,
প্রমদা-প্রণয়ে কভু মাতি মূঢ়মতি—
এ বৎসর কাল মাঝে, স্বেচ্ছায় বা ভ্রমে—
বারেক রমণী অঙ্গ পরশো, তখনি
বিশ্বনাশী এ বজ্রাগ্নি কালাগ্নি সদৃশ
দহিবে তোমারে, তব সে প্রমদা সহ,
আশ্রিত লতার সহ দহে দ্রুম যথা।

শচী। (চিত্রকেতুর মস্তকোপরি হস্ত দিয়া)

যাও বৎস সাবধানে থেক বর্ষকাল।

দেখ যেন কোন কিছু না ঘটে জঞ্জাল।

চিত্র। তব কৃপাদৃষ্টি মাগো থাকে যার প্রতি,
সদাই সম্পদ তার না হয় দুর্গতি।
আশীর্ব্বাদ কর মাগো যেন তব পদে,
সদা ভক্তি থাকে মম, সম্পদে বিপদে।

[গীত।]

নমঃ শচী দেবেন্দ্রাণী, চন্দ্র নিভাননী
সঙ্কট তারিণী তাপ হরা।
পুলোম নন্দিনী, সুর-নর-বন্দিনী
দেহি পদে স্থান ইন্দ্র দারা।

(প্রণাম।)

প্রণমি সুরেন্দ্র পদে, নমি শচীন্দ্রাণী,
বন্দি সভাজনে, যাচি বিদায় এক্ষণে,
আশীষ অধমে এবে অমর নিকর।

(প্রণাম।)

হে মাতঃ অমরাপুরী, আনন্দ আধার,
অনন্ত-সুখদায়িনী, অমূল্যরতন-
প্রসবিনী, জন্মভুমি, জননী আমার!
প্রাক্তনের দোষে দাস বৎসরেক তরে
যাচিছে বিদায় মাগো তব ক্রোড় হতে।

আহা কে বলিতে পারে ; হায় রে আমার
হয় ত জনম শোধ এই শেষ দেখা ;
এই ভিক্ষা মাতৃভূমি ভুল না সন্তানে !

[প্রণাম ও প্রস্থান।]

শচী। বড়ই আনন্দে আজি এ অমর বৃন্দ
আছিল হে চিরানন্দ, এ আনন্দ দিনে,
কিন্তু নিরানন্দ হেরি এবে সভা জনে
মন্দভাগ্য চিত্ররথ-নন্দন কারণে।
তুমি ও সুস্থির নহ এ সভা মাঝারে।
হরিষে বিষাদ আসি উপজিল দেখ ;
চিত্রকেতু চিতে আজি অমৃতে গরল।
তাই দাসী এ মিনতি করে প্রাণপতি !
দেহ অনুমতি, বিদ্যাধরপতি প্রতি,
আজি কার মত, সভা ভঙ্গ করিবারে।

ইন্দ্র। যা কহিলে সত্য দেবি, কিন্তু নিজ দোষে
স্বর্গ ভ্রষ্ট চিত্রকেতু।—যাক্, বিশ্বাবসু
দেবরাণী-বাণী এবে পাল বিধিমতে।

বিশ্বা। দেবরাজ-রাণী-আজ্ঞা শিরোধার্য্য সদা।

(সকলকে গন্ধ, মাল্য ও তাম্বুল দান।)

নেপথ্যে—[সভাভঙ্গ সূচক গান।]

ধরম সাধরে জীব যদি স্বর্গ সুখ চাহি।
ধর্ম্ম বিনা স্বর্গ লাভে আর কোন পথ নাহি।
যদি এ স্বরগে বাস,
থাকে রে মানসে আশ,
অধর্ম্ম ত্যজিয়া এস ধরমের যশোগাহি।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়।

সভাজন সকলের ইন্দ্র ও শচীকে অভিবাদন
পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উভয় পার্শ্বে
দণ্ডায়মান; ইন্দ্র ও শচীর
তন্মধ্য দিয়া গমন, এবং
তৎকালীন সকলের
পুষ্প বরিষণ।)

সকলে। জয় শচীপতি জয়!
জয় শচীদেবী জয়!!

(ইন্দ্রও শচীর প্রস্থান তৎপশ্চাৎ২
সকলের শ্রেণীবদ্ধ
হইয়া প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(অমর নগরী।——পর্ব্বতস্থিত কানন।)

(চন্দ্রপ্রভা শয়ানা, পার্শ্বে মধুমতীর পদ্মপত্র দ্বারা বীজন।)

চন্দ্র। [গীত।]

সখি রে——

এ সুখ বসন্ত কালে,

বিধাতা আমার ভালে,

কি দোষে লেখেনি পতি মিলনের সুখ রে।

যুবতী অবলা বালা,

দারুণ বিরহ জ্বালা,

কেমনে কোমল প্রাণে সহিবে এ দুখ রে।

যে দিকে সে দিকে চাই,

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই,

ভাসিছে জীব-মিথুন সুখের সাগরে রে।

আমি শুধু একাকিনী,

কাটাই দিবা যামিনী,

বঞ্চিত মিলন-সুখে জনমের তরে রে।

কোমল মলয় বায়,

ফুল গন্ধ মাখি গায়,

জগতের মনঃ প্রাণ আমোদে মাতায় রে।

অভাগিনী সে বাতাসে,
কাঁদে সদা হা হুতাশে,
দারুণ বিরহানল আর জ্বলে যায় রে।
বসন্তে বাসন্তী ফুল,
রতির শ্রবণ দুল,
দুলিছে লতার গায় সুবাস বিতরি রে।
যে বায়ে জীবের মন.
প্রাণ করে উচাটন,
সে জন বিহনে আমি সে সুবাসে মরি রে।
গায় কুঞ্জে পিকবর,
তুলিয়া পঞ্চম স্বর,
কাঁপায়ে কানন-রাজি যেন মাতোয়ারা রে।
সে রবে বিদরে প্রাণ,
বিঁধে হৃদে পঞ্চবাণ,
সে বিহনে দু-নয়নে বহে বসুধারা রে।
ভ্রমে অলি দলে দলে,
চুমি ফুল বালাদলে,
গায় গুন্ গুন্ রবে প্রণয়ের গান রে।
সে গানে হারাই জ্ঞান,
ব্যথিত মরম স্থান,
মধুমাসে বাঁচে কিসে বিরহিনী প্রাণ রে।
কপোত কপোতী সুখে,
বসি শাখে মুখে মুখে,
প্রেমের রহস্য-গীত কত সুখে গায় রে।

আমার নাহিক কেহ,
জুড়াতে তাপিত দেহ,
জনম কাটিবে কিরে আসার আশায় রে।

মধু। কহ, প্রিয় সখি, তব কোমল শরীর,
স্বস্থ বোধ করে কি বা পদ্মপত্র বাতে?
চন্দ্র। কি বীজন কর, সখি, এ পোড়া শরীরে?—
মধু। (বীজন করিতে২ স্বগত।)
না জানি স্বজনী আজি কি কারণে এত
ব্যাকুলা, কিসের জ্বালা সহে বালা দেহে।
মদন বিকার একি?—আহা বিধুমুখি,
ষোড়শী রূপসী অতুলনা তিন লোকে
না জানি কাহার লাগি, কার প্রেম লাগি
এতেক কাতরা। আহা, কুরঙ্গনয়নে
অশ্রুজল অনর্গল বহে দিবানিশি;
কাঁপে তনু ঘনে ঘন, রোমাঞ্চ শরীর,
সদাই শীহরে অঙ্গ, ভ্রান্তমনঃ সদা,
কভু উঠে, কভু বসে, কভু লুটে ভূমে,
কোথা যায়,কোথা আসে,না জানে কি আশে
সুধীরা অধীরা সদা; স্থির দৃষ্টে দেখে,
কি যে দেখে,কি যে ভাবে,না জানে আপনি।

অতনু আতুরা হায়, মরি, বরতনু;
এইত আশঙ্কা মম হয় হৃদিমাঝে,
তবু জিজ্ঞাসিয়া দেখি কি দেয় উত্তর।

(প্রকাশ্যে) [গীত।]

বল সখি কেন তব মন এত উচাটন।
কি কারণে হ'ল কালি সোণার বরণ।
কারে বা সঁপিলে মন,
কে করিল অযতন,
বিরহ-বিকার তব দেখি যে লক্ষণ।
নহি সখি অবগত,
তব ভাব মনোগত,
কি খেদ অন্তরে বল ক'রো না গোপন।

চন্দ্র। কি কথা গোপন মোর তব কাছে সখি?
তোমা বিনা মধুমতী কে আছে আমার
মরমের ব্যথা কথা প্রকাশিতে আর?

মধু। বল তবে কি কারণে এ আয়াস তব।

চন্দ্র। বড় কষ্ট সখি মম; না পারি কহিতে
সহসা সে কথা আমি, শুনিলে সে কথা,
বাড়িবে আয়াস তব। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

মধু। কিন্তু জেন সখি,
কহিলে দুখের কথা বয়স্য স্বজনে,

অনেক লাঘব হয় অসহ্য বেদনা ;
লাঘবে যেমতি ভার বিভাগিলে জনে।
তাই বলি সুলোচনে কহ লো আমারে
মানস বিকার তব হলো কি কারণে।

চন্দ্র। হিতৈষিণী তুমি সখি পরমা আমার
সেই প্রেমপূর্ণ কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি শুন মনঃ দিয়া।
গত নিশাকালে, সখি এই কুঞ্জ বনে,
একাকিনী ছিনু বসি অনঙ্গ আদেশে,
মাতিয়া অনঙ্গ রঙ্গে, আশার ছলনে,
লভিতে পতি-রতন—রমণী-ভুষণ।
হেন কালে সখি আহা অদূরে শুনিনু
পদশব্দ। সচকিতে চাহি চারি দিকে,
দেখিনু কানন মাঝে, পশিল একাকী,
মদন মোহন রূপ, পুরুষ সুন্দর।
হেমাঙ্গ মৈনাক সম এ বন সাগরে
শোভিল সে বর বপু ; কিম্বা শোভে যথা
শরতের পূর্ণ শশী মেঘের আড়ালে
আভাময়। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

মধু। বল সখি কি হইল পরে।

চন্দ্র। অমনি কাঁপিল হিয়া দুরু দুরু করি
হেরি সে পুরুষবরে—নারী মনোহর,
ইন্দু বিনিন্দিত মুখ অতুল ত্রিদিবে।
দেবে সাক্ষী করি, সখি অভাগী তখনি,
কায় মনঃ বিকাইল সে রাজীব পদে।
হায় সখি, আর কি লো, এ ছার জনমে,
দেখিবে এ পোড়া আঁখি সে পদ দুখানি।

মধু। কে বা তিনি? জন্ম তাঁর কোন মহাকুলে?
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর কি নর?

চন্দ্র। নারী আমি, নারি উচ্চারিতে নাম তাঁর,
স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন প্রাণ সখি!
দেবেন্দ্র প্রধান সখা, গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর—

মধু। চিত্ররথ?—

চন্দ্র। পুত্র তাঁর, প্রাণেশ্বর মোর।

মধু। ভাগ্য বলে প্রিয়সখি, যোগ্য পাত্রে তব,
ন্যস্ত মনোরথ আজি, কে না জানে কবে,
সাগর ত্যজিয়া কোথা পশে মহানদী?
কহ মোরে বিবরিয়া শুনি সে কাহিনী;
কি ছলে ছলিয়া তোমা, কেমনে হরিল
তোমার মানস রত্ন,—সেই মনোচোর।

কহ সখি কি বলিয়া সম্ভাষিল তোমা
সখা তব।—

চন্দ্র। আহা সখি কি যে ভাষা তাঁর,
কেমনে বর্ণিব বল, কি দিব তুলনা?
শুনিয়াছি বীণাধ্বনি, পিকবর-রব
সরস মধুর মাসে, পল্লব মাঝারে,
কিন্তু নাহি শুনিয়াছি কভু এ জগতে
হেন মধুমাখা কথা অন্তর-তোষিণী,
আর কি শুনিব সখি সে মধুর ধ্বনি?
আর কি হেরিব সখি, সে রূপ মাধুরী!
কহ সখি, কি কারণে, নাচে ঘন ঘন
বামেতর আঁখি মম, কি বা অমঙ্গল,
না জানি ঘটিবে ভালে; কি কাযে তাঁহার
এ ব্যাজ স্বজনী আমি না পারি বুঝিতে!

[গীত।]

ওই দেখ সখি, আইল যামিনী,
কালভুজঙ্গিনী প্রায়।
এ বিপদে মোরে, কে রাখিবে আর,
সে জন বিহনে হায়।
'আবার আসিব' বলি গেলা চলি,
কেন না ফিরিল আর।

জান যদি সখি, কহ লো আমারে,
কোথা আছে সে আমার।

মধু। কেমনে কহিব, ওলো বিধুমুখি,
কোথা তব প্রাণধন।
আসিব বলিয়া, কেন না আইল,
না জানি কি বা কারণ।
কিন্তু চিন্তা দূর, কর সিমন্তিনী,
রাখ লো সখির কথা।
যে অবধি তব, না আসে প্রাণেশ,
ঘুচাতে মরম ব্যথা।
চল দোঁহে মোরা, পশি কুঞ্জ মাঝে,
তুলিগে কুসুম রাশি।
চিকণিয়া মালা, গাঁথি প্রিয় গলে,
দিও দোলাইয়া হাসি।
বৃথা ও ভাবনা, ভেব'না ভাবিনী,
ধৈরয ধর লো মনে।
এখনি আসিবে, তব মনোচোর,
লভিতে তোমা রতনে।

চন্দ্র। ধৈরজ ধরিতে আর নারি লো স্বজনি!
কাঁপে তনু কাঁদে প্রাণ চলিতে না পারি।
না জানি সহসা সখি, কেন লো আমার,
এমন হইল মনঃ; হায় রে কি যেন,
অন্তরের নিধি মোর অন্তর হয়েছে।

এই কি প্রণয় সখি, একি ভালবাসা ?
যারে চাই তারে নাহি পাই হেরিবারে।
হায় লো কুক্ষণে সখি, মাতি কাম-মদে,
বরিনু তাঁহারে ; বুঝি জনমের তরে,
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !

মধু। অকারণে অমঙ্গল অরবিন্দ-মুখি,
কেন ভাব ; যাই চল কানন অন্তরে।

[গীত।]

চন্দ্র। দেখিব দেখিব তারে সদা মনে হয় রে।
না জানি কেন সে মোরে দেখা নাহি দেয় রে।
কি বা মম অপরাধ, কেন সে সাধে এ বাদ,
ঘটিল এ কি প্রমাদ, প্রাণ নাহি রয় রে।
আমার ভাবিনু যারে, সে কি মম নয় রে,
ভালবেসে অবশেষে এ দুখ কি সয় রে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(উপত্যকা——চিত্রকেতুর প্রবেশ।)

চিত্র। হায় স্বর্গচ্যুত আজি স্বর্গবাসী আমি!
যে স্বর্গের সুখভোগ লভিবার আশে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে;
হেন স্বর্গভ্রষ্ট আমি আপনার দোষে!
কোথা সে স্বরগ আজি সুখের সদন?
কোথা সে অমরাপুরী বৈজয়ন্ত ধাম?
কোথা সে নন্দন বন? কোথা মন্দাকিনী?
কোথা পারিজাত ফুল, কল্পতরু কোথা?
কোথা বা মহেন্দ্র এবে, কোথা মহেন্দ্রাণী?
কোথা সে উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা অপ্সরী?
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধর দল?
কোথায় গন্ধর্ব্ব যক্ষ চারণ অমর?
কোথা চিত্ররথ রথী জনক আমার?
কোথায় জননী মম স্নেহময়ী সতী?
কোথা বা সে প্রেমময়ী চারু চন্দ্রপ্রভা,
প্রেমের নিগড়ে যার আজি বাঁধা আমি?

হায় রে কোথায় সর্ব্ব সুখের আধার
স্বরগ ?—কোথা বা আমি সে সুখ বঞ্চিত ?
এবে সে সকল কথা চিন্তিলে অন্তরে,
দারুণ যাতনা বাড়ে। ভাবি যবে মনে,
সুরপুরবাসী আমি মর্ত্ত্যলোকচারী,
কি যে হয় মনে মোর না পারি কহিতে।
সহস্র বৃশ্চিক যদি দংশে একেবারে
আমার হৃদয়ে, তবু এত জ্বালা নহে,
যত জ্বালা সহি আমি পাপ মর্ত্ত্যলোকে।
অহো মর্ত্ত্যলোক, চির-অসুখ-আধার,
অশান্তি-আলয়, পাপাকর, ব্যাধিধাম,
অনিত্য, দুরাশাপূর্ণ, অনন্ত আঁধার,
তোমার আশ্রয় এবে লইল অধম,—
নব-আগন্তুক দেহ আশ্রয় হে তারে !
না জানি বা কতকাল রব এ রৌরবে ?

(দীর্ঘনিশ্বাস।)

হায় এই কিরে মোর আবাস আলয়,
স্বর্গ বিনিময়ে ; হেন অপবিত্র ধাম,
পরিপূত ত্রিদিবের প্রতিরূপ কিরে ?

(উপবেশন।)

[গীত।]

বিধাতা হে——
তোমার চরণে কি দোষে দোষী এ অভাজন।
কেন মোরে বিধি এ বিড়ম্বনা
এ হেন দেহ অকারণ।
জন্মাবধি তোমা বিনা,
অন্যে জানি না, এ কি তার ফল হে,
বুঝিনু তোমার বিধি সুবিধি কেমন।

কেন বা বিধিরে দোষি, কি দোষ তাঁহার,
এ সকল ফলে নিজ করমের দোষে।
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত ত্রিলোকে।
কি কায বিলাপে বৃথা—কি ফল ফলিবে
কাঁদিলে কাননান্তরে; যাই বিন্ধ্যাচলে,
কাটাই বৎসর তথা দেবেশ-আদেশে,
স্মরি দিবানিশি চন্দ্রপ্রভা-রূপ-রাশি।
আহা চন্দ্রপ্রভা! আহা প্রেয়সী আমার!
কোথায় রহিলে এবে? হায় রে কেমনে
ধরিব এ প্রাণ আমি তোমার বিহনে?
কি কায স্বরগে মম? কি দুখ মরতে,
বারেক তোমারে প্রিয়ে পাইলে হেরিতে
তোমার মিলনে মম মর্ত্যে স্বর্গসুখ!

তোমার বিহনে মম স্বর্গে মর্ত্ত্য দুখ!
অকারণে অবহেলা করিয়া তোমারে,
দিয়াছি মরমে দুখ তোমার প্রেয়সি!
সে কারণে এত দুখ তোমার বিরহ,—
রতি-পতি রোষানল সম জ্বলে হৃদে।
কহ দেখি হে কন্দর্প! কেমনে তোমার
কুসুম-আয়ুধে দেব, এত তীক্ষ্ণধার?
বুঝিয়াছি এতক্ষণে মন্মথ মনোজ!
আজিও জ্বলিছ তুমি হরকোপানলে,
জ্বলে যথা জলরাশি ঔর্ব্ব-ঋষি-রোষে।
নতুবা ভস্মাবশেষে এত উগ্রভাব
কেমনে সম্ভবে দেব? হায় রে কি হেতু
বজ্রসম বাজে বুকে ফুলশর তব?—
আর তুমিও চন্দ্রমা শীতরশ্মি! বাম মোরে,
বরষিছ বহ্নি রাশি হিমগর্ভ হতে!
কলঙ্কী শশাঙ্ক তোমা বলে সর্ব্বজনে,
চিরকাল কলানিধি এ অখ্যাতি তব।
তোমার কিরণে জ্বলে বিরহীর প্রাণ,
জ্বলে যথা মহারণ্য ঘোর দাবানলে।

(দীর্ঘনিশ্বাস।)

[গীত।]

আহা প্রিয়ে সুলোচনে, কেন বা তোমার সনে,
কাননে হইল দরশন।
কেন তব রূপ শোভা, জগতের মনোলোভা,
করি ধাতা করিল সৃজন।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তোমা বিনা অন্য ধ্যান,
তুমি মম সংসার-রতন।
তুমি প্রাণ তুমি দেহ, তুমি সে যা কিছু কেহ,
তোমা বিনা জীবন মরণ।

(পরিক্রমণ)——

এই ত অদূরে হেরি বিন্ধ্য গিরিবর,
অদ্যাপি অচল অগস্ত্যের অনুরোধে।
শত শত শৃঙ্গ শিরে শোভে সারি সারি ;
বিরাজে প্রসূন সাজে তরুরাজি তথা ;
ব্রততী বিবিধ রাগে ; হায় শোভে যথা,
রাজশিরে মরকত মণির মুকুট।
শুনিয়াছি কত শত নর, হে অচল !
লভিয়াছে ইষ্টদেবে জপি যুগে যুগে,
তব তুঙ্গ শৃঙ্গে হে যোগীন্দ্র-তপোধাম !
আমিও জপিব তব শিখরে বসিয়া
হে বিন্ধ্যশেখর ! প্রেমমন্ত্র নাম তার,

যে ললনা লাগি আমি আশ্রিত তোমার ;
জপিব সে মূলমন্ত্র ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে,
দিবস রজনী চন্দ্রপ্রভা বামা নাম।
এই সে ঔষধ মাত্র এ চির-বিচ্ছেদে। [প্রস্থান।

(অন্তঃরীক্ষে মদন ও রতির প্রবেশ।)

রতি। হে দেব ! নাহি কি দয়া হৃদয়ে তোমার ?
অন্তরীক্ষে থাকি দেখ বারেক নিরখি,
পরম ভকত তব চন্দ্রপ্রভা বালা,
কত জ্বালা সহে এবে প্রেমের বিরহে।
তোমার আদেশে হেরি যে পুরুষবরে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিল যতনে,
দেখিলে ত নিজ চক্ষে কি দশা তাহার,
উন্মাদের প্রায় ফিরে কাননে কান্তারে।
হায় সুরপুরবাসী মর্ত্ত্যবাসী এবে !
মদন। এ বৃথা গঞ্জনা দেবি ! কেন দেহ মোরে,
প্রাক্তনের গতি বল কে পারে রোধিতে ?
চিত্ররথ-সুত চিত্রকেতুর কপালে,
লিখিল বিধাতা যাহা ফলিবে তা কালে।
কি দোষ তাহাতে মোর বল বিধুমুখি !
রতি। যা কহিলে সত্য নাথ ! কার সাধ্য রোধে

প্রাক্তনের গতি—বিধিলিপি এ জগতে,
কিন্তু চন্দ্রপ্রভা কথা ভাবিলে হে মনে
বাজে ব্যথা—তার দুখে সদা দুঃখী আমি
ওই দেখ ধায় বালা উন্মাদিনী প্রায়,
কুল মানে ধনে জনে জলাঞ্জলি দিয়া,
পতি-আশে দেশে দেশে ফিরে চন্দ্রমুখি,
শূন্য মনে মুক্তকেশে বিরহ-বিধুরা।
কি ভাব উদয়ে মনে দেখ মনে ভাবি,
মনোভুব! বিনা তার মনোমত ধন।
হায়, তোমা বিনা নাথ, এ সংসারে আর
নাহি গতি অভাগীর কহিনু তোমারে।
নহে অবিদিত নাথ এ দাসীরে আর,
স্বামীর বিরহ—ভবে অসহ্য-বেদনা।
এখনো সে কথা নাথ স্মরিলে অন্তরে
করে হিয়া দুরু দুরু, শিহরি চমকি
সহসা মুদিয়া আঁখি চাহি চারি দিকে।
তাই বলি প্রাণনাথ! কৃতাঞ্জলি করি
চল ত্বরা করি, দৃঢ় কর মনঃ তার
দেব-শক্তি-দানে আজি; নতুবা নিশ্চয়
জ্বলিয়া মরিবে বালা বিরহ-অনলে।

মদন। চল তবে প্রাণেশ্বরি মদন মোহিনি!
তব অনুরোধে সাধ্বী সাধ্য মতে আজি
চেষ্টিব রক্ষিতে চন্দ্রপ্রভা বিনোদিনী।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী——পর্ব্বতস্থিত কানন।

(চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ।)

চন্দ্র। (স্বগত)
একি কথা শুনি আজ নারদের মুখে
দেবরাজ, বিবেচক শ্রেষ্ঠ বলি তোমা
বাখানে দেবতা নর; একি বিবেচনা?
লঘু দোষে গুরু দণ্ড, কি দণ্ড বিধানে
বিধি আছে আখণ্ডল, দেব-দণ্ডধর?
কি বা গুরু অপরাধে কহ, অপরাধী
তব পদে চিত্রকেতু? কি ত্রুটী করিল
সেবিতে তোমার পদ কহ কোন্ কালে!
তবে কেন কহ মোরে, কি বিশেষ দোষে
ত্রিদশ-নিবাসী আজি ধরাধর-বাসী?

শাস্ত্রপাঠী তুমি শক্র ! কোন শাস্ত্রমতে
হেন শাস্তি দিলা দেব, কহ তা দাসীরে।
কি না তুমি জান রাজা, কি কব তোমারে,
জানিয়া শুনিয়া তবে কি কারণে কহ,
এ তাপ আমারে দিলে,—হায় রে কি পাপে,
এ পোড়া ললাটে বিধি, এ দুখ লিখিল!

[গীত।]

আমি কাঙ্গালিনী রাজা কি মম করিলে হে।
আমার হৃদয় ধনে কি দোষে হরিলে হে।
হয়ে অমরের সার,
কেন পিশাচ ব্যভার,
অবলা দলিয়া বল কি ফল লভিলে হে।
আশা পথ চেয়ে আমি,
রয়েছি,—পাইব স্বামী,
সে আশা নিরাশা করি মরমে ব্যথিলে হে।
কুমারীর সুখ হরি,
কি সুখ পাইলে হরি,
কোমল কুসুম কেন চরণে দলিলে হে।
অন্যোরে হও সদয়,
কেন মোরে নিরদয়,
নিজে ধনমদে মজি, মোরে মজাইলে হে।

(দীর্ঘনিশ্বাস।)

কিন্তু এ রোদন আর কেন অকারণে ?
কে শুনেছে কবে কুরঙ্গীর অশ্রুবারি
নিবাইতে পারে বল ঘোর দাবানলে ?
যাহা ইচ্ছা কর দেব ! কার সাধ্য রোধে
তোমায় দেবেন্দ্র তুমি ! চলিল ত্যজিয়া
তব পাপপুরী আজি, পাপ সুর-পুরী,
পাগলিনী বেশে দাসী। হায় রে কি সুখে
রব ছার স্বর্গে আর !—দেশ দেশান্তরে
ফিরিব, যেখানে যাব কহিব সেখানে,
তব অবিচার কথা সুরাসুর নরে।
কহিব সবারে, পথে, হাটে, ঘাটে মাঠে,
এ মম দুখ কাহিনী যথা যারে পাব।
থাকেন ঈশ্বর যদি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ পাপের প্রতিফল রে অধর্ম্মাচারী !
চলিল অভাগী আজি পতির-উদ্দেশে,
ছাড়ি তব পুরী ; হায় কে না জানে কবে
রাজ-অত্যাচারে প্রজা রাজ্যে রহে সুখে !
সুখে স্বর্গ-রাজ্য-ভোগ কর সুররাজ !
যাই চলি আমি, ছাড়ি সুরপুর তব
পড়ি সে পতির পদে ; ছাড়ি মেঘাশ্রয়ী

পড়ে যথা বারিধারা সাগর-আশ্রয়ে,
মিশিতে মনের সুখে অম্বুরাশি সহ।

[নেপথ্যে।]

দৈববাণী। বৃথা কেন বৎসে দোষ দেহ বাসবেরে?
স্ব-করম ফল লোক ভুঞ্জে তিন লোকে
বিধির এ বিধি! দূর কর মনস্তাপ।
পড়িবে বিষম পাপে নিন্দিলে নির্জরে।
বিনা কষ্টে শ্রেষ্ঠ মণি কে পারে লভিতে?

চন্দ্র। হায় মা আকাশ-বাণী ভারতি জননি!
কেমনে বুঝিব মাগো দেবতার লীলা?
দুষ্ট শিশু হস্তে যথা মক্ষিকার প্রাণ,
তেমতি মোদের ভাগ্য দেবকুল হাতে,
রাখেন মারেন তাঁরা লীলা খেলা ছলে।
কিন্তু মা আদেশ তব অবশ্য পালিব।
আশীষ দাসীরে অম্বে, নমে তব পদে!

(প্রণাম।)

পোহাইল বিভাবরী উদিল ভাস্কর
এই বেলা যাই আমি স্বামীর উদ্দেশে
মর্ত্ত্যধামে।—কে সন্ধান কবে বা আমারে
কোথায় খুঁজিব, হায়, কারে বা সুধিব ?

এই ত সম্মুখে হেরি হৈমদ্বার খুলি
বাহিরিল রবি গ্রহ, গ্রহ-কুল-পতি
চড়ি একচক্র রথে, জোড়া সপ্ত ঘোড়া,
জগত লোচন মূর্ত্তি মহা তেজোময়!

(করযোড়ে)—

হে দেব হে ত্বিষাম্পতি আলোকের খনি!
তোমার আলোকে আলোকিত বিশ্বধাম,
যে প্রভা প্রভাবে চন্দ্র তারা প্রভাময়ী,
দেখেছ কি দেব তুমি সে পুরুষবরে?
যাহার রূপের জ্যোতিঃ পারে আলোকিতে
তোমারে; তুমি হে যথা আলোকিছ সবে।

(প্রস্থানোদ্যগ।)

(মধুমতীর প্রবেশ ও কর ধারণ।)

মধু। কোথা যাবে প্রাণসখি?

চন্দ্র। কেও মধুমতী?

মধু। কেন একাকিনী হেথা এ বিজন স্থলে?
অশ্রুময় আঁখি তব হেরি কি কারণে?—

চন্দ্র। হায় সখি, এতদিনে ফুরাইল বুঝি
অন্তরের আশা মম। নিদারুণ বিধি
মম কর্ম্ম দোষে সখি, লিখিলা আয়াস

এ পোড়া কপালে। হায়, না জানি কি পাপে
পাড়েন বিধাতা মোরে সুধিব তা কারে?
এ আশা আকাশে সখি, যে প্রেম চন্দ্রিমা
উদিল, বিকাশি সুখ কৌমুদীর-রাশি
অস্তগত এবে হায়, আঁধারি আকাশ
অভাগার ভাগ্য-দোষে। না জানি কি করি?
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ কাহিনী!

[গীত।]

আগে যদি জানিতাম, রোপিলে অমৃত তরু,
কালেতে ফলিবে তাহে বিষময় ফল।
তবে কিরে যতনে, সিঞ্চি বারি দিবানিশি,
ভুলিয়া আশার ছলে, লভিতে গরল।

(রোদন।)

মধু। কেঁদ না লো প্রাণসখি, মুছ অশ্রুজল;
কি করিবে বল হায়, কি আছে উপায়?
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে পারে লঙ্ঘিতে?—
বর্ষকাল বিনোদিনী থাক গো আবাসে,
সহি এ বিরহ জ্বালা মরমে বিরলে;
হইলে দুখের অন্ত, প্রাণ কান্তে লয়ে,
একান্তে মনের সুখে থেক সীমন্তিনি।

চন্দ্র। কি আর প্রবোধ মোরে দেহ মধুমতি,
বৃথা ?—বিধি সাধিয়াছে বাদ মম সাধে !
কেন বাধা দিয়া ব্যথা বাড়াইছ মম ?—
সোদরা সদৃশ তোমা স্নেহ করি আমি,
সে কারণে কহি তোমা অন্তরের কথা,—
যাও ফিরে প্রিয়সখি যাও পুরে মম,
এ মিনতি মধুমতি রাখ লো আমার।
কহিও মায়েরে মোর,—চন্দ্রপ্রভা তব
ত্যজি এ বেশ ভূষণ উদাসিনী বেশে,
পশিয়াছে মহাযাত্রা করি মর্ত্ত্যলোকে,
পতির উদ্দেশে যাচি বিদায় ও পদে।
হায় সখি এ সংসারে কিবা আছে আর,
পতি বিনা রমণীর কি গতি কি সার ?—
কি আর অধিক কব যদি থাকে দয়া
ভুলো না সখিরে তব—এই ভিক্ষা মম।

মধু। (সরোদনে)
বড় আশা ছিল সখি যুড়াইব আঁখি
দেখিয়া বিবাহ তব। বিফল সে আশা
হায় মম ভাগ্য দোষে এ পোড়া নয়নে
হেরিতে হইল আজি হেন দশা তব ?

এত যে যতনে সখি পূজিলে মদনে
এই কি তাহার ফল দিলেন দেবতা ?
কেমনে ফিরিব গৃহে তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর স্বজনী লো ! কেমনে দেখাব
এ মুখ এ পোড়া মুখ জননীরে তব ?
কি কহিব, সুধাইলে কি বলে বুঝাব ?

চন্দ্র। [গীত।]

(সখি) জনমের তরে আমার সাধ মিটিল।
মথিনু প্রেম সাগর গরল উঠিল।
বিধাতা সাধিল বাদ,
প্রণয়ে হল প্রমাদ,
পরিণয় ফুল আমার নাহি ফুটিল।

কেঁদ না লো সুলোচনে এ অভাগী লাগি,
হায় সখি, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম।
চলিনু পতির লাগি যদি পাই তাঁরে
তবে লো ফিরিব পুরে, নতুবা স্বজনী
এই শেষ দেখা, যাচি বিদায় এক্ষণে

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল।

(শৃঙ্গোপরি চিত্রকেতু আসীন, অন্তঃরীক্ষে মদন ও রতির প্রবেশ।)

রতি। ওই দেখ প্রাণেশ্বর ! চিত্রকূট চুড়ে,
শীতল নমেরু তরু ছায়া তলে বসি,
চিত্তহারী চিত্রকেতু, চিন্তিছে অন্তরে
চন্দ্রপ্রভা প্রভা রাশি দিবস রজনী।
সে সুন্দর রূপ হায়, বিগত হে এবে
কঠোর কুলিশী শাপে। বৎসরেক তরে
ভোগিলে দুরূহ ক্লেশ কান্তার বিরহ,
কি দশা ঘটিবে তার বল প্রাণসখে !
না হতে ত্রিমাস গত, দেখ প্রাণ নাথ,
দয়িতা বিরহে তনু ক্ষীণ দিনং দিন,
প্রকোষ্ঠ হইতে আহা খসিয়া পড়েছে
কনক বলয় !

চিত্র। হায়, দেখিতে দেখিতে
বসন্ত হইল অন্ত,—দুরন্ত প্রাণান্ত
করি বিরহীর প্রাণ। ফুরাল নিদাঘ

নিষ্ঠুর নিৰ্জ্জীবি জীবে। আইল বরিষা
ঋতু, মেঘে বর্ষে বারি, বিরহী জনার
বহে নয়নের নীর অহর্নিশি খেদে।
আজি এ আষাঢ় মাসে প্রথম দিবসে,
কাতারে কাতারে মেঘ গজযূথ যথা,
মাতি বপ্রক্রীড়া রসে, খেলে সানু সঙ্গে।
হায় রে এ নভো মেঘ করিলে দর্শন,
প্রণয়িনী বাহুলতা কণ্ঠে লগ্ন যার,
হেন সুখী হৃদয়েও জনমে বিকার,—
দুরস্থা দয়িতা যার কত দুখ তবে?

[গীত।]

আগত বরিষা ঋতু প্রিয়া নাহি পাশে রে।
দারুণ বিরহানল জীবন বিনাশে রে।
না জানি মম বিরহে,
প্রেয়সী কি ভাবে রহে,
আছে কি না আছে আজি আমার আশ্বাসে রে।
আনি সুসংবাদ তার,
কে জুড়ায় প্রাণ আমার,
এখনো যে ধরি প্রাণ শুধু তারি আশে রে।
জীবন প্রদাতা বিনে,
কে মম জীবন দানে।
পাঠাইব মেঘে আজি প্রেয়সী সকাশে রে।

রতি। দেখ নাথ নিরখিয়া চিত্ররথ সুত,
মদনোদ্দীপক মেঘ সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
স্তম্ভিত নয়ন অশ্রু, চিন্তিছে অন্তরে
আপন কুশল বার্ত্তা প্রেরিতে যতনে,
জীমূত প্রয়োগে, প্রাণ-প্রিয়া সন্নিধানে।
ঐ দেখ পর্ব্বতনব-প্রসূন-নিচয়ে,
পূজার বিধানে অর্ঘ্য কল্পিয়া আনন্দে,
জিজ্ঞাসিছে মেঘে কামী প্রীতি সম্ভাষণে।
কোথায় সে মেঘ যাহে ধূম জ্যোতিঃ জল
পবন সম্যক রূপে বিরাজে সতত?
কোথা বা ইন্দ্রিয়াধার সচেতন জীব
বহিতে কহিতে ক্ষম প্রেমের বারতা?
অভীষ্ট-সংবাদ-লিপ্সু, না বিচারি মনে
যাচিছে জলদ পাশে। হায়, কে না জানে
কামীর অন্তর সদা বিবেক রহিত,
কি চেতনে অচেতনে সমভাব ভাবে।
ঐ শুন হে কন্দর্প, গন্ধর্ব্ব কি কহে।

চিত্র। (অর্ঘ্য হস্তে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)

হে মেঘ, জানি হে তোমা মেঘ-কুল-রাজা,
পুষ্করাবর্ত্তক-কুলে জনম তোমার;

ভুবন বিদিত তুমি কামরূপী সদা,
ইন্দ্রের প্রধান চর ; সেই হেতু যাচি
হে, তোমারে বিধি বশে কান্তার বিয়োগে।
গুণবান্ পাশে যদি কিঞ্চিৎ সফলে
ভিক্ষা—শ্রেয়ঃ ; তবু নহে অধমের পাশে।
সন্তাপী জনের মেঘ তুমি হে শরণ,
সে কারণে কহি তোমা কুলিশীর ক্রোধে
প্রিয়ার বিরহী আমি ;—আমর বারতা
বহ সে প্রেয়সী পাশে, অমর নগরে,—
নন্দন নিন্দিত যার বাহির-উদ্যানে
স্থিত সৌধ—পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী তটে।
তোমার সুগম্য স্থান হে বিমানচারি !

রতি। কি হেতু নীরব দেব কহ তা দাসীরে ?

মদন। বিদরে হৃদয় মম মন্মথ মোহিনী,
প্রেমিকের দুখে ? কিনা তুমি জান দেবি ?
পরম ভকত মম চন্দ্রপ্রভা বালা।
কি আর কহিব তোমা কত যে তাহারে
স্নেহ করি আমি। হায় কিন্তু দৈব দোষে
বৃথা স্নেহ মম ; তার বৃথা সে ভকতি।
ভুঞ্জে জীব দুখ সুখ এ তিন সংসারে

পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফলে—বিধির এ বিধি!
তবে যে অমর-কুলে পূজে নর-কুল,
সে কেবল নিজ চিত্ত-তুষ্টির কারণ।
কার সাধ্য আছে হেন অমরে কি নরে
লঙ্ঘিতে বিধির লিপি, প্রাক্তনের গতি।
হরি হর বিরিঞ্চিও বাঁধা এ নিয়মে।
চল যাই শশীমুখি কেন অকারণে
রহি মোরা হেথা আর এ দৃশ্য দেখিয়া
না চাহে পরাণ মম আয়াসিতে আর।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চিত্র। কি হবে মার্গের কথা করে পয়োমুচ্
কি বা আবিদিত তব হে অম্বরবাহি!
যাও সে কাননে, যথা পাদপে পাদপে,
নিত্য পুষ্প ফুটে, কিবা বসন্তে শরতে,
ভ্রমে অলি মাতি প্রসূনের মধুবাসে;
ফুটে সরোবরে নিত্য নলিনী মৃণালে;
রাজ হংস শ্রেণী কেলি করে নীল জলে;
বিস্তারি কলাপ শিখি নাচে সুখে শাখে;
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি হাসে তমো নাশি;
মন্দাকিনী-জল-কণা-সিক্ত-গন্ধবহ

বহে মন্দে সদা, নিত্য মন্দারের ছায়া
নিবারে উষ্ণতা তথা জীমূতেন্দ্র সখে !
সে রম্য কাননে কাঁদে গন্ধর্ব্ব নন্দিনী
চন্দ্রপ্রভা সতী, মম বিরহে কাতরা।
অশ্রুপূর্ণ আঁখি বিধুমুখি ভ্রমে ফুল বনে
অবিরল চক্ষুঃ জল মুছিয়া আঁচলে।
কি বর্ণিব রূপ তার কি দিব উপমা !
অনুপমা করি বিধি গড়িল তাহারে।
যা পারি কিঞ্চিৎ কহি সাধ্যমতে সখে !
প্রবেশি পয়োদ ! তুমি সে বনে হেরিবে,
কৃশাঙ্গী যুবতী এক, শুক্তিজ দশনা
পক্ক বিম্ব সম ওষ্ঠাধর, কৃশোদরী,
চকিত-হরিণী-দৃষ্টি, সুগম্ভীর নাভি,
সুমন্দগামিনী গুরু নিতম্বের ভারে,
পীন স্তনী। বুঝি বিধি পদ্মিনী সৃজনে
প্রথমে সৃজিলা তারে বহু যত্ন করি।
মম নির্ব্বাসনে সহে সে মধু ভাষিণী
প্রবল বিরহ ব্যথা ; —চক্রবাকী যথা
একাকিনী। হায় সখে দ্বিতীয় জীবন
সে আমার ; সুসংবাদ তার আনি দ্রুত,

জুড়াও এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি।
তুমি হে জীবন-দাতা, খ্যাত চরাচরে,
তৃষাতুর চাতকেরে তোষ জল দানে,
যে জীবন তরে, হায়, তৃষাতুর আমি,
মোর সে জীবনে আনি দিয়া তোষ মোরে

(গাহিতে গাহিতে চন্দ্রপ্রভার উদাসিনী
বেশে প্রবেশ।)

[গীত।]

চন্দ্র। শুনি শব্দবহ তুমি হে আকাশ,
এ মম মিনতি কর শ্রবণ।
এ দাসীরে দয়া করিয়া প্রকাশ,
কহ কোথা মম হৃদয় ধন।

তুমি গন্ধবহ ওহে সমীরণ,
দূতপদে আমি বরি তোমায়।
আনি সুসংবাদ জুড়াও জীবন,
এ দাসীর স্বামী ভ্রমে যথায়।

তুমি হে বারিদ গম্ভীর নিনাদী,
ডাক নাথে মোর গভীর রবে।
অধিনীরে এবে দৈব প্রতিবাদী,
তাই আজি ডাকি হে তোমা সবে।

শুন হে ভ্রমর ছাড়ি ফুল কুল,
আমার এ দশা জানাও তায়।
যাহার বিহনে সদা প্রাণাকুল,
নহে তার কথা কহ আমায়।

তুমি হে কোকিল ত্যজিয়া কানন,
যারেক পঞ্চমে ধরিয়া তান।
যথায় বিরাজে সে মম জীবন,
গাও এ দাসীর দুখের গান।

জান কি তোমরা তরু লতাগণ,
কোথা আছে মম আশার ধন।
যদি দেখে থাক করো না ছলন,
দেখাইয়া তারে রাখ জীবন।

তোমরা তারকা আকাশ ভূষণ,
জানি দূরদৃষ্টি তোমা সবার।
দেখেছ কি মম হৃদয়-রতন,
গেছে কোথা হরি মনঃ আমার।

চিত্র। কে কাঁদে করুণ স্বরে?—বামা-কণ্ঠ শুনি!
একাকিনী কে রমণী, এ বিজন বনে
ভ্রমে আজি? নাহি জানি কার প্রেম লাগি
উদাসিনী। কার আশে ফিরে দেশে দেশে,
গাহিয়া প্রেমের গীত, বিরহ বিধুরা।

না জানি আমার মত, অভাগা অভাগী
আর কত শত আছে, এ সংসার মাঝে,
কাঁদিতে করুণ গীতি, বিয়োগ ব্যাকুলা!

(দীর্ঘনিশ্বাস।)

হে বিধি! তোমার বিধি বুঝে সাধ্য কার?
এ বিপুল সৃষ্টি, হায়, তব লীলা-স্থলী!
কত গড়, কত ভাঙ্গ, কত যত্নে রাখ;
হাসাও কাহারে কভু, কাঁদাও কাতরে;
জীব ভাগ্যে সুখ দুখ ফিরে চক্রাকারে!

[গীত।]

তোমার কে বুঝিবে মহিমা।
এ সৃষ্টি কৌশল ব্যাপ্ত কত দূর,
কে পারে দিতে সীমা।—
অনন্ত নীলিমা, অনন্ত আকাশ,
অনন্ত তারকা রয়েছে প্রকাশ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে বিকাশ,
অনন্ত গরিমা।
অনন্ত শকতি অনন্ত প্রকার,
অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত বিকার,
অনন্ত চৈতন্য অনন্ত ওঁঙ্কার,
অনন্ত প্রতিমা।

(অবলোকন করিয়া)—

চন্দ্র। ওই না কে যেন বসি পর্ব্বত উপরে ?
একাকী বিরহী প্রায় বিষণ্ণ-বদনে।
যে হোক দেখিব তারে, যদি সেই হয়—
যার তরে দেশে দেশে ভ্রমি দিবানিশি।
এই ত অন্তরে মোর কে যেন কহিছে,—
'ওই প্রাণেশ্বর তোর!' হায় বিধাতার,
একি লীলা খেলা আমি না পারি বুঝিতে
হায় রে, যে পারিজাত নন্দনের শোভা,
মন্দাকিনী স্বর্গ তটে শোভে প্রভাময়,
কে ফেলে উপাড়ি তারে হেন মরুভূমে ?

চিত্র। (স্বগত)

যাহার মিলন আশা, মানসে কখন,
উদে নাহি, একি হেরি অকস্মাৎ আজি,
হেন করভোরু হ'ল উপস্থিত হেথা।
বিনা অন্বেষণে যেন অমূল্য রতন,
আপনি আসিল হাতে আপন আয়াসে।
কিন্তু কেন হেরি হেন উদাসিনী বেশ ?
কোথা সে বসন, আহা রতন খচিত ?
মণিময় অলঙ্কার, ও বরাঙ্গ শোভা ;

হায় রে কোথা সে ভাতি ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা মরি সে বিম্ব-অধরে,
মধুময় হাসি আর ? মনোদুখে দুখী
বিধুমুখী। তবু কান্তি অনুপমা হেরি,
এ হেন মলিন বেশে। হায় রে যেমতি
শৈবাল মিলনে মরি, মৃণালিণী শোভা !
কিম্বা শশাঙ্কের শোভা মলিন লাঞ্ছনে।

চন্দ্র। (পর্ব্বতারোহণ করিতেই)
এই বটে এই বটে মনোচোর মোর !

[গীত।]

বল কি লাভ লভিলে হে।
মম মনে ছিল যে সুখ-দীপ,
আলোকিয়া এ কাল অবধি, কান্ত,
কেন ঝড়ু বেশে আসি তারে,
তুমি নির্ব্বাণ করিলে হে।

না জানি নির্দ্দয়, তব হৃদয়ে কি ভাব ?
ভালবাস কিনা মোরে ; কিন্তু তব করে
ন্যস্ত মনোরথ যার, হেন অভাগীর,
দিবা নিশি জ্বলে তনু অতনু-দহনে।

চিত্র। (দাঁড়াইয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক)
হে তন্বঙ্গি ! যে অনঙ্গ দহিছে, তোমার

অঙ্গ অহর্নিশি হায়, সে মম এ তনু
দহিছে অধিকতর। হায় রে যেমতি,
মুদিত-কুমুদী হ'তে, কুমুদিনী-পতি
অধিক মলিন হয়, দিবা আগমনে!

চন্দ্র। দিবা অবসানে যথা বনস্পতি-ছায়া
যতদূর যাক, কিন্তু মূল নাহি ছাড়ে;
তেমতি প্রাণেশ! তুমি যতেক অন্তরে
থাকহ, তথাপি মম হৃদয়ে হে গাঁথা।

(আলিঙ্গন।)

(উভয়োপরি বজ্রপাত।)

(শশব্যস্তে মদন ও রতির পুনঃ প্রবেশ।)

রতি। কি হ'ল কি হ'ল, হায়, অকস্মাৎ কেন
নিখিল-রূপের দীপ আঁধারি ধরণী?
মরিল গন্ধর্ব্ব-বালা, অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! শুকাল হায়, অকালে মাধবে,
বেড়িয়া রসাল-রাজে মাধবী ব্রততী!
ক্ষরিত তৈলের সনে, দীপ শিখা যথা,
পড়ে ভূমিতলে হায়, তেমতি পড়িল
চিত্রকেতু সনে চন্দ্রপ্রভা আভাময়ী,

আভাহীন এবে হায় অশনি-আঘাতে !
দেখ হে জীবিতনাথ ! দেখ নিরখিয়া,
বিগত লোহিত বর্ণ বিম্বাধর হতে।
নাহি তাপ ; নাহি স্পন্দ ;—তুষার সদৃশ
শীতল কোমল তনু লোটে ধরাতলে ;
মুদিত নয়ন-পদ্ম। হায় রে, যে আঁখি
নিরখিয়া উভয়ের রূপ পরস্পরে
মোহিত হইল, প্রেম রোপিল অন্তরে,—
তৃপ্তি পূর্ণ কভু নহে অসংখ্য দর্শনে,—
মুদিত সে আঁখি আজি জনমের তরে !

মদন। বৃথা এ আক্ষেপ কেন কর বিধুমুখি ?
সকলি কালের খেলা। কালে জন্মে জীব,
কালেতে আবার যায় কালের কবলে !

রতি। অরে রে দিগন্তব্যাপী কাল দুরাচার !
কি কারণে হরিলি রে এ দোঁহার প্রাণ,
নাশিলি সৌন্দর্য্য,—অতুলনা তিন লোকে ;
রোধিলি নিশ্বাস, যার সুরভি সদৃশ
সুবাসে বাসিত ভবে, প্রসূন নিচয় ?
কি আর কহিব তোরে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় !

সর্ব্বনাশ হেতু তোরে স্থজিলেন ধাতা,
সর্ব্বনাশকারী তুই! বজ্রী বজ্র হতে
অন্তর কঠিন-তর তোর রে দুর্ম্মদ!

(দীর্ঘনিশ্বাস।)

হায় রে জগৎ! তোর রূপের ভাণ্ডারে
হারাল অমূল্য রত্ন। আর না হেরিবি,
সে স্থন্দর মুখ; আর না পাবি শুনিতে,
সে মধুর বাণী! হায় যে মুখ নিরখি,
স্তম্ভিত শ্বাপদ-কুল। যে মধুর রবে
নীরব বিহগ-কুল-গায়ক-প্রবর!

মদন। বিদরে হৃদয় সাধ্বি, এ দৃশ্য দেখিলে!
পতির উদ্দেশে সতী পতি পরায়ণা
আইল স্বরগ ত্যজি। ত্যজিলা কি এবে
জীবন জনম তরে প্রাণনাথে লয়ে?

রতি। আহা বৎসে চন্দ্রপ্রভা! তোমার মরণে
ব্যথিত হৃদয় মম। না পারি সহিতে
পাপ মনস্তাপ আর; দিব অভিশাপ।
হে নাথ! না থাকে যদি পাপ এ শরীরে,
যদি পতি-পদ-গতা হয় দাসী তব,

অবশ্য এ অভিশাপ ফলিবে তাহলে"।
শুন কহি হে আকাশ! শুন হে বসুধা!
শুন জলনিধি! তুমি বিন্ধ্যাচল শুন!
তুমি হে ত্রিদিব শুন! পতাল পাতালে!
রবি শশী আদি গ্রহ, কেতু তারাকুল,
সবাই তোমরা শুন! এ জড় জগতে
আছ জীব কুল-যত, শুন মম বাণী!—
আজি হ'তে প্রণয়েরে দিনু অভিশাপ;—
অশুচি পর্শিবে। তার সঙ্গে সাথী হবে
সন্দেহ, সন্তাপ, রোষ, ঈর্ষা, দুঃখ আদি।
সকলি অদ্ভুত হবে। প্রারম্ভে প্রণয়
দেখাবে মধুর ভাব,—তিক্তময় শেষে।
সমানে না হবে কভু;—সদা উচ্চ নীচে।
দুঃখের শতাংশ তার সুখ নাহি হবে।
চঞ্চল চাতুরী পূর্ণ; অলীক;—অন্তিমে
মুকুলে ঝরিবে। রবে অন্তরে গরল,
মুখে সুধা মাখা,—যাহে সুধীরে বঞ্চিবে।
বলীর নাশিবে বল; এ প্রপঞ্চে পড়ি,
জ্ঞানী মূক হবে; মূর্খ শিখিবে কহিতে।
কভু উগ্র ক্রোধ মূর্ত্তি; কভু শান্ত হবে।

প্রাচীনে নাচাবে হর্ষে; দস্যুরে স্তম্ভিবে;
ধনীর হরিবে ধন; দীনে ধন দিবে;
নবীন—প্রবীণ হবে; প্রবীণ—বালক।
রাজারে করিবে দাস; দাসীরে—মহিষী।
কৃপণে করিবে দাতা; বাতুলে—চতুর।
অকারণে শঙ্কাশূন্যে সদা সংশয়িবে।
অবিশ্বস্তে না শঙ্কিবে; কভু বা সদয়,
নির্দ্দয় কভু বা; সদা সরলে—শঠতা।
মুখে অনুগত হবে; অন্তরে বিরত।
নির্ভীকে করিবে ভীরু; ভীরুরে—প্রবীর।
সংগ্রাম বিগ্রহ আদি বিপদের মূল
হবে; পিতা পুত্রে দ্বন্দ, সুভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-
আদি অনর্থের মূল হইবে প্রণয়!
শুষ্ক দাহ্য জন্তু যথা বহ্নির কারণ!

দৈববাণী। সম্বর সম্বর রোষ সম্বরারি নারি!
অকারণে প্রণয়েরে কেন দেহ শাপ?
নহে ত প্রণয় দোষী। জান না কি দেবি!
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে, কোন কার্য্য নাহি
সম্ভবে কারণ বিনা। সে গূঢ় কারণ,—
ভবে বোধাগম্য সদা অমরে কি নরে!

যাও নিজ পুরে, দূর কর মনোব্যথা!
সফলিবে শাপ তব না হবে অন্যথা!

(উভয়ের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।